NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ 'কুম্ভের সবটাই অর্থহীন, ফালতু' লালুপ্রসাদের মন্তব্যে বিতর্ক
মহিলাদের আইপিএলে মুম্বই-দিল্লি ম্যাচে রান আউট বিতর্ক ৭

কলকাতা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৪ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.02.2025, Vol.18, Issue No. 247, 8 Pages, Price 3.00

ভারতের ভোটার প্রভাবিত করতে টাকা ঢালত আমেরিকা!

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বব্যাপী খরচে রাশ টানল আমেরিকা। ভারতের জনতাকে ভোটদানে উৎসাহ দিতে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করত ওয়াশিংটন! ভারতে ভোটদানের হার বৃদ্ধি করতে তারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করত, এবার তা বন্ধ হতে চলেছে। এর পাশাপাশি পড়শি রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় করা হত, তা-ও বন্ধ হচ্ছে।

অনুদান বন্ধ মাস্কের দপ্তরের

দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে ঢুকেই সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দপ্তরের মাথায় নিজের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি ইলন মাস্ককে বসিয়েছিলেন ট্রাম্প। মাস্কের দপ্তর রবিবার জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক কাঠামোর উন্নতিতে তারা যে অর্থ বরাদ্দ করত, তা কাটছাঁট করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ব্যয় করত আমেরিকা। জো বাইডেনের আমলে এই প্রকল্পেই ভারতের জন্য ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করা হয়।

> 'ভোটদানে উৎসাহ দিতে ২১ মিলিয়ন ডলার? এটার স্পষ্ট অর্থ, ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ ছিল। তার ফলে কারা সুবিধা পেয়েছে? শাসক দল পায়নি সেটা হলফ করে বলতে পারি।'
> —অমিত মালব্য

মাস্কের দপ্তর রবিবার সমাজমাধ্যমে কোন কোন দেশের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ হচ্ছে, তার তালিকা তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের অর্থসাহায্য বন্ধ করা হচ্ছে। নেপাল, মালি, সার্বিয়া, কম্বোডিয়ার মতো দেশেও অর্থসাহায্য বন্ধ করা হচ্ছে। মাস্কের দপ্তর জানিয়েছে, বিদেশের একাধিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আমেরিকার করদাতাদের দেওয়া অর্থ খরচ করা হবে না।

এই প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফে কেউ মুখ না-খুললেও শাসকদল বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ভোটদানে উৎসাহ দিতে ২১ মিলিয়ন ডলার? এটার স্পষ্ট অর্থ, ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ ছিল। তার ফলে কারা সুবিধা পেয়েছে? শাসক দল পায়নি সেটা হলফ করে বলতে পারি।' কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবারের সঙ্গে মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরসের সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে মালব্যর দাবি, ভারতের নির্বাচনে সোরসের কালো ছায়া পড়েছে।

শনিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনার পরও ফেরেনি হুঁশ। রবিবার সন্ধ্যায় কুম্ভযাত্রীদের ভিড়ে বিশৃঙ্খলার ছবি আসানসোল স্টেশনের। ছবি: সুজিত ভট্টাচার্য

কুম্ভে যাওয়ার হুড়োহুড়ি, দিল্লিতে পদপিষ্টে মৃত ১৮

প্রয়াগরাজ, ১৬ ফেব্রুয়ারি: প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়িতে নয়াদিল্লি স্টেশনে তুমুল ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ১৮ জন। মৃতদের মধ্যে ১১ জন মহিলা, চারজন শিশু রয়েছে। আহত হয়েছেন আরও বহু যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত আটটা নাগাদ।

সূত্রে খবর, মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য প্রয়াগরাজগামী ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন হাজার হাজার মানুষ। নয়াদিল্লি স্টেশনের ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে। এদিকে আরও দু'টি ট্রেন শনিবার দেরিতে পৌঁছয় প্ল্যাটফর্মে। সেই ট্রেনের যাত্রীরাও ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তখনই পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছিল। ওই ট্রেনের জন্য মূলত ভিড় ছিল। পাশাপাশি স্বতন্ত্র সেনানী এক্সপ্রেস ও ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস, এই দু'টি ট্রেন দেরিতে চলছিল। এই দু'টি ট্রেনও প্রয়াগরাজের উপর দিয়ে যায়। এই দুই ট্রেনের যাত্রীরাও ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়ই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রবল ভিড়ে অনেকেরই দমবন্ধ হয়ে আসে। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠতে যাওয়ার সময় পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। অন্যদিকে রেলের তরফে ১৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে।

মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের পরিবার পিছু আড়াই লক্ষ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত কম আহতদের জন্য এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। নয়াদিল্লি স্টেশনে এই দুর্ঘটনার পর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাতের এই ঘটনার নেপথ্যে কোন কারণ, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেল। কী কারণে পদপিষ্টের ঘটনা, দুই সদস্যের এই কমিটি তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেবে।

পদপিষ্টের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সমান্তরাল ভাবে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশও। খতিয়ে দেখা হচ্ছে স্টেশনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। এই প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'কী কারণে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা, তা আমরা খতিয়ে দেখছি। আমরা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ-সহ সব তথ্য খতিয়ে দেখছি। সেই সময় স্টেশনে কী ঘোষণা করা হয়েছিল, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পদপিষ্টের ঘটনা ঘটার আগে নয়াদিল্লি স্টেশনে ট্রেন সম্পর্কিত ভুল ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। শনিবার দুপুর থেকেই প্রয়াগরাজের ট্রেনের জন্য নয়াদিল্লি স্টেশনে চাহিদা ছিল প্রচুর। ১৪ এবং ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে ওভারব্রিজে যাত্রীদের ঠাসা ভিড় ছিল। প্রায় সবাই প্রয়াগরাজমুখী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আচমকাই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ওভারব্রিজ দিয়ে নামতে শুরু করে যাত্রীদের ভিড়। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

শনিবারের পদপিষ্টের ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই মহিলা এবং শিশু। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভিড়ের ঠেলায় যাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মাড়িয়েই বাকিরা ট্রেন ধরতে এগিয়ে যান। চেষ্টা করেও কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারেননি।

দিল্লির পদপিষ্টে মৃত্যুতে বিরোধী নিশানায় সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেন ধরার জন্য প্রবল হুড়োহুড়ি। শনিবার নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। আর এই ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মমতা লেখেন, 'দিল্লিতে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। নাগরিকদের সুরক্ষার গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।'

সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, 'মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া কাম্য। এই ধরনের যাত্রা নিরাপদ এবং সুসংগঠিত হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' অন্যদিকে গোটা ঘটনায় রেলের ব্যর্থতাকেই দুষেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, 'বর্তমানে প্রয়াগরাজে বহু পুণ্যার্থী যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে স্টেশনে আরও ভালো ব্যবস্থাপনা করা উচিত ছিল। অব্যবস্থার কারণে যাতে কারও মৃত্যু না হয় সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকারের প্রশাসনের।'

> 'মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া কাম্য। এই ধরনের যাত্রা নিরাপদ এবং সুসংগঠিত হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। 'বর্তমানে প্রয়াগরাজে বহু পুণ্যার্থী যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে স্টেশনে আরও ভালো ব্যবস্থাপনা করা উচিত ছিল। অব্যবস্থার কারণে যাতে কারও মৃত্যু না হয় সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকারের প্রশাসনের।'
> —মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

> 'এই ঘটনা আরও একবার রেলের ব্যর্থতা এবং অসংবেদনশীলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রয়াগরাজগামী পুণ্যার্থীরা যে ভিড় জমাবেন সেটা তো প্রত্যশিতই ছিল। তা হলে রেলের তরফে আগে থেকে ব্যবস্থা করা হল না কেন? সরকার এবং প্রশাসনের এটা সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল যে গাফিলতি আর অব্যবস্থায় যেন কারও প্রাণ না যায়।'
> —রাহুল গান্ধি

> 'মোদি সরকার তথ্য চাপার চেষ্টা করছে। দিল্লির ঘটনায় সব মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা প্রকাশ্যে আনা হোক।'
> —মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লির ঘটনা প্রসঙ্গে রবিবার সকাল থেকেই বিরোধীরা একযোগে মোদি সরকারকে তুলোধনা করছে। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গের মতো নেতারা এই ঘটনা এবং ১৮ জনের মৃত্যুর জন্য সরকারের অব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। দুর্ঘটনার পর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই ঘটনা আরও একবার রেলের ব্যর্থতা এবং অসংবেদনশীলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রয়াগরাজগামী পুণ্যার্থীরা যে ভিড় জমাবেন সেটা তো প্রত্যশিতই ছিল। তা হলে রেলের তরফে আগে থেকে ব্যবস্থা করা হল না কেন? সরকার এবং প্রশাসনের এটা সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল যে গাফিলতি আর অব্যবস্থায় যেন কারও প্রাণ না যায়।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলছেন, 'মোদি সরকার তথ্য চাপার চেষ্টা করছে। দিল্লির ঘটনায় সব মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা প্রকাশ্যে আনা হোক।'

উল্লেখ্য, রেল সূত্রে খবর, নয়াদিল্লি স্টেশনের ১৩ এবং ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কুম্ভমেলার পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল। স্বাধীন সেনানি এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেস দেরিতে ছিল। সেইজন্য ১২, ১৩ এবং ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রী ভিড় ছিল উপচে পড়া আর তাতেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। বলা যায়, শনিবার নয়াদিল্লি স্টেশনে রাতের দৃশ্যটা কয়েক মিনিটের মধ্যে আচমকাই বদলে গিয়েছিল।

হিন্দু দেশ গড়া লক্ষ্য: ভাগবত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মধ্যবঙ্গের স্বয়ংসেবক একত্রীকরণ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। বর্ধমানের তালিতে সাই কমপ্লেক্সে রবিবার আসেন তিনি। এদিন মঞ্চে উঠে বললেন, 'হিন্দু দেশ গড়া আমাদের লক্ষ্য। হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন এবং এদিন সনাতন হিন্দু ধর্মের উল্লেখ করেন তিনি। স্বয়ংসেবককে বুঝতে গেলে সংগঠনে ভিতরে এসে সংগঠনকে জানুন।' বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা উল্লেখ করে বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরেন।

এদিন উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা, দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলাদেশে পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। ওই দেশের মানুষরা কী ভাবে বাঁচবে সেটাই বড় চিন্তার বিষয়। এই সভা করা নিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আদালত পর্যন্ত গড়ায় বিষয়টি। অবশেষে অনুমতি মেলে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১০০ বছর ধরে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে দেশ গঠনের কাজ করে চলেছে। এই ধরনের ছোটখাটো বাঁধা কোনও বিষয় নয়।

এদিন সভাঘিরে আগে থেকেই গোটা এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশ মতোই অল্প সাউন্ডেই সভা শেষ হয়। বর্ধমান সহ বীরভূম, হুগলি ও অন্যান্য জেলা থেকেও সংঘের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন সভায়। সভায় সকল সদস্যদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল এদিন।

'মৌজ করে পাঁচ বছর কাটিয়ে দাও', কংগ্রেসকে তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: দ্রুতগতিতে উন্নয়নই তাঁর সরকারের ইউএসপি। অতীতের কংগ্রেস সরকারগুলির গতিমন্থরতাকে বিঁধে নিজের সরকারের জয়গান শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গলায়। এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদি বললেন, 'আগের দিনে সরকারের নীতি ছিল, মৌজ করো, আর পাঁচ বছর কাটিয়ে দাও।'

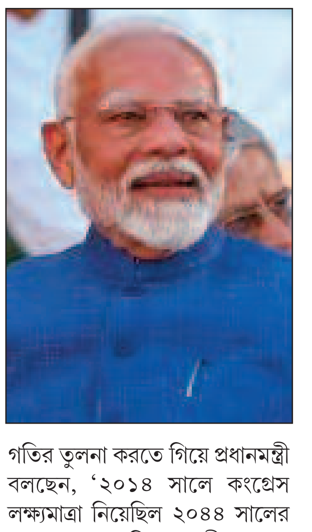

মোদি বলছেন, 'আমরা কংগ্রেস সরকারের উন্নয়নের গতিও দেখেছি। আবার দুর্নীতির গতিও দেখেছি। সেই গতি চলতে থাকলে এতদিনে কী পরিস্থিতি হত বুঝতে পারছেন!' মোদির বক্তব্য, আগের সরকারগুলির মধ্যে কোনওরকম দায়বদ্ধতা ছিল না। সরকারের নীতি ছিল, পাঁচ বছর মজা করে কাটিয়ে দাও।

কংগ্রেস আমলের উন্নয়নের গতি আর তাঁর আমলের উন্নয়নের গতির তুলনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, '২০১৪ সালে কংগ্রেস লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল ২০৪৪ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আপনারা ভাবুন, ৩০ বছর সময় চেয়েছিল এই সামান্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য! আর আজকের বিকশিত ভারতে উন্নয়নের গতি দেখুন। মাত্র এক দশকে ভারত বিশ্বের সেরা পাঁচে ঢুকে গিয়েছে।' এরপরই মোদির দৃপ্ত ঘোষণা, 'আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আপনারা দেখবেন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে।'

উল্লেখ্য, প্রাথমিক ভাবে মোদি সরকার ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিসাবে তুলে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অর্থনীতির যা গতি তাতে সেই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। গত কয়েক মাসে সম্ভবত সেকারণেই প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের শীর্ষ কোনও আধিকারিকের মুখে ওই লক্ষ্যমাত্রার কথা শোনা যেত না। অনেকদিন বাদে মোদির মুখে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির কথা শোনা গেল।

মোদি সফরেও ছেড়েনি বাঁধন! ফের অবৈধবাসী এল শিকলেই

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: শনিবার রাতে দ্বিতীয় দফায় অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। হাতকড়া-শিকল এবারও সঙ্গী। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে আমেরিকা থেকে ফেরা এক অবৈধবাসী দাবি করেছেন, তাঁদের হাতকড়া পরিয়েই বিমানে নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ওই অবৈধবাসী দাবি করেছেন তাঁদের পা-ও বাঁধা ছিল শিকলে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাতের পর এই প্রথম বিমান বোঝাই করে অবৈধবাসীদের ফেরত পাঠাল আমেরিকা। এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্পের পাঠানো সামরিক বিমানে ভারতীয় অবৈধ অভিবাসীদের হাতকড়া পরিয়ে, শিকলে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল। তা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। এই ভাবে কেন অবৈধবাসীদের ফেরত পাঠাচ্ছে আমেরিকা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সংসদেও। বিতর্কের আবহেই দু'দিনের আমেরিকা সফরে যান মোদী। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন হোয়াইট হাউসে। দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকের পর দ্বিতীয় দফার অবৈধবাসীদের কী অবস্থায় ফেরানো হয়, সে দিকে কৌতূহলী নজর ছিল দেশের।

মোদি সরকারের কূটনীতি কতটা সফল হবে, তা জানতে অপেক্ষায় ছিল দেশ। কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম সমাজমাধ্যমে সেই কৌতূহল উস্কে দিয়ে লেখেন, 'এটি ভারতীয় কূটনীতির পরীক্ষা।' শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ অমৃতসর বিমানবন্দরের মাটি ছোঁয় আমেরিকান সামরিক বাহিনীর সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমানটি। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা দেরিতেই পৌঁছয় মার্কিন সামরিক বিমান। ফেরত পাঠানো হয় ১১৬ জন অবৈধবাসীকে।সেই সময় অমৃতসর বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানও হাজির ছিলেন। যদিও তাঁর অভিযোগ, অমৃতসর তথা পাঞ্জাবের মতো পবিত্র রাজ্যের পবিত্রতা নষ্ট করতে এই অভিবাসীদের বিমান ওই শহরে অবতরণ করাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও কেন্দ্রের দাবি, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অমৃতসর বিমানবন্দরটি এদেশের মধ্যে আমেরিকার সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থিত। তাই এই বিমানবন্দরটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

তাঁরা অমৃতসর বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর প্রত্যেকের অতীত যাচাই (ব্যাকগ্রাউন্ড চেক) করা হয়। দ্বিতীয় দফায় দেশে ফেরা অবৈধবাসীদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিলেন পঞ্জাবের বাসিন্দা। রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ পুলিশের গাড়িতে করে তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। হরিয়ানা সরকারও সে রাজ্যের বাসিন্দাদের ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে।

তাঁদের কী অবস্থায় আমেরিকা থেকে ফেরানো হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। তবে রবিবার পিটিআই সূত্রে জানা যায়, দলজিৎ সিং নামে এক অবৈধবাসী দাবি করেছেন, তাঁদের হাতকড়া এবং শিকল পরিয়েই বিমানে ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রথম দফায় হাতকড়া-শিকল বিতর্কের মাঝে অবশ্য বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদে এ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি সংসদে জানান, আমেরিকার নিজস্ব আইন অনুসারেই হাতকড়া-শিকল পরানো হয় অবৈধবাসীদের। তবে মহিলা ও শিশুদের শিকল-হাতকড়া পরানো হয়নি বলেও সেই সময়ে জানান বিদেশমন্ত্রী। দেশে ফেরা এক অবৈধবাসী জানান, তাঁদের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মোবাইলও

এরপর দুয়ের পাতায়

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NOTICE

In the Court of the Ld. Additional District Judge at Nabadwip, Nadia.
Misc Case No. 2/2023, O.S.No.5/2016
Plaintiff: **Brojonath Ray** S/o. Late Biswanath Ray at 30, Charichara Bazar Lane, Dearapara, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia. **-Vs- Defendant: 6) Sri Dipankar Bhattacharya 7) Sri Bachan Bhattacharya 8) Sri Bablu Bhattacharya** all are S/o. Late Sunil Krishna Bhattacharya all are at Dearapara, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist.Nadia.
It is hereby informed that one **Brojonath Ray** filed **Misc Case 2 of 2023 arising out of O.S. 5 of 2016** against **Achin Kumar Ghosh and others** out of which the above named defendant viz the defendant No. 6, 7, 8 i.e. **Dipankar Bhattacharya, Bachan Bhattacharya** and **Bablu Bhattacharya** respectively are avoiding to take summon intentionally. As such if they are interested to contest the above numbered suit then they have to appear before the Ld. Court within 30 days from the date of publication of this notice otherwise suit will be proceed expartee against them.

By order of Court
Pratim Chowdhury
Dt. 07.02.2025 **Sheristadar**
Additional District Judge at Nabadwip

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ০১/০৩/২০২৪ তারিখে পাঁচবেড়িয়া মৌজায় আর. এস. দাগ নং- ৮১ ও এল. আর .১৬৬ দাগে মোট ৩.৯৬ ডেসিমেল যার জে.এল নং-২৩৩ এই সম্পত্তি আমমোক্তার নামা সেক নৌসাদ এর নিকট হইতে এ.ডি.এস. আর খড়্গপুর অফিসে 1-1826/24 নং দলিল দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন, উক্ত ভূমির মূল মালিক সেক হাবলু বক্স, পিতা- মরহুম সেক ইমাম বক্স, নিবাসী- সাফিয়াবাদ, পোঃ- মাতকাতপুর, থানা-খড়্গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। আমার মক্কেল মাজদা বেগম, স্বামী- মহম্মদ রিয়াসত উক্ত সম্পত্তি তার নামে পরিব্যাপ্তি করিতে চায়।
আমি তার জমির মালিকানার Publication এর কথা বলি। যদি মালিকানার ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকে সত্বর জানাইতে হইবে (১৫ দিনের মধ্যে) নচেৎ গ্রাহ্য হইবে না।

রাজন গুপ্তা
Advocate
E No-F/300/2008
Mob No- 7872139055

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার । কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র বিংশোত্তরী মঙ্গল র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

**(আজ ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথের শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি।
কবি জীবনানন্দ দাশ র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রান্নার জাতীয় প্রতিযোগিতায় ফাইনালে কলকাতা ও দুর্গাপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাড়ে চারশো বছর আগেও এদেশের মানুষ আলুর স্বাদ জানত না, অধিকাংশ জাতের লঙ্কা ও টম্যাটো এসেছে ইউরোপিয়ানদের হাত ধরে, তাই এইসব বাদ দিয়েই একসময় রসনার তৃপ্তি হত। ছাপার যুগের প্রথম দিকের এমন রান্নার বই আছে, যেখানে আড়াই পদের উল্লেখ রয়েছে আলু ছাড়া। আরও একটা ব্যাপার আছে। মশলার খোঁজেই একদিন সুদূর ইউরোপ থেকে বণিকরা স্থলপথে এসেছিলেন ভারতে, সেই মশলার গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে তারা আবিষ্কার করেছিলেন একের পর এক জলপথ। গ্লোবালাইজেশনের ধাক্কায় হারিয়ে যেতে বসা নানা রান্না নতুন করে প্রাণ পেল আগামী দিনের শেফদের হাতের ছোঁয়ায়। এরাজ্যের দুর্গাপুরে হয়ে গেল এভারেস্ট বেটার কিচেন কুলিনারি চ্যালেঞ্জ বা এভারেস্ট বিকেসিসি, এবার সেশন ৬। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশ কয়েকজন সেমিফাইনালের গণ্ডী পার করেছেন, ফাইনালের জন্য তাঁদের যেতে হবে অন্য রাজ্যে। দুর্গাপুরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান এনএসএইচএম-এ এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'ফ্লেভারস অফ ইন্ডিয়া' মানে ভারতের রান্নাবান্নার আস্বাদ। মূল বিষয় ছিল ঐতিহ্যবাহী পদ ও মিষ্টান্ন। তাতে ছাত্রছাত্রীদের হাতের গুণে অনেকেই আস্বাদ নিয়েছেন হারাতে বসা রান্নার। পুরনো দিনের রান্না আর তা পরিবেশন করা হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আপ্যায়নের আধুনিকতার মিশেলে। শুধু রান্না করে মন মাতানো নয়, উপরি পাওনা হল, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগামী দিনের শেফরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও ঘরানার রান্নার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছেন।

সেশন ৫ মোট ১৭টি শহরজুড়ে হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে, লখনউ, দুর্গাপুর, চণ্ডীগড়, দেরাদুন, দিল্লি এনসিআর, ইন্দোর, কোট্টায়ম, বেঙ্গালুরু, জয়পুর, পুণে, পাটান, মুম্বই, কোলাপুর ও গোয়া। প্রতিটি শহরের চ্যাম্পিয়নরা মার্চের ২৯-৩০ তারিখ চূড়ান্ত পর্যায়ে রান্না করবেন মুম্বইয়ে। এই প্রতিযোগিতায় পাশে রয়েছে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের অধীন অবিশ্বাস্য ভারত, উত্তরপ্রদেশ পর্যটন, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, উইসডম কেরিয়ার এডুকেশন, মাইমেনু৩৬৫ ও বায়ো নিউট্রিয়েন্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড। বেটার কিচেন-এর প্রকাশক একতা ভার্গব বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল, ভারতের আঞ্চলিক খাবারের প্রচারের পাশাপাশি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করা। খাবারের মধ্যে আঞ্চলিক উপাদান ব্যবহার করা, হারানো রেসিপি পুনরুদ্ধার করা ও পরের প্রজন্মের শেফদের উৎসাহ প্রদান করাও আমাদের উদ্দেশ্য। এবছর আমরা ১ কোটি টাকার স্কলারশিপ দিচ্ছি মার্কিন জে১ ডব্লিউসিই শেফ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে, এক বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেড ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে।' এনআইএইচটিএম দুর্গাপুর এনএসএইচএম নলেজ ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ ডঃ মিলিন্দ মনে করেন, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আরও মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। এই সিজিন যত বেশি করে হবে ছাত্রছাত্রীরাও তত বেশি সুযোগ পাবে।

হাওড়াতে ফের রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া !

নিজস্ব প্রতিবেদন: মায়ের মৃত্যুর ৪ থেকে ৫ দিন মায়ের পচা গলা মৃতদেহ আগলে ঘরেই রইল ছেলে। ঘটনায় ওই এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়ালো। বছরের শুরুতেই ফের রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া দেখলো হাওড়া। ৪ থেকে ৫ দিন মায়ের পচা গলা মৃতদেহ আগলে ঘরেই রইল ছেলে, এমনটাই স্থানীয় সূত্রে খবর। রবিবার বাড়ি থেকে পচা গন্ধ বের হতে দেখেই সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারাই বিষয়টি স্থানীয় দাসনগর থানাতে খবর দিলে, পুলিশ এসে পুলিশ এসে উদ্ধার করে মহিলার মৃতদেহ।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বালিটিকুরি জেলেপাড়ায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত মহিলার নাম রাসমণি নন্দী। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মৃতার পুত্র মানসিক বিকারগ্রস্থ। বালটিকুরি এলাকায় রাসমণি নন্দী ও তার মানসিক বিকারগ্রস্থ ছেলে দুজনেই ওই বাড়িতে থাকত। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই রাসমণি নন্দী অসুস্থ ছিলেন। স্থানীয়দের অনুমান চার থেকে পাঁচ দিন আগে মৃত্যু হয় রাসমণি নন্দীর। সেই থেকেই মৃতদেহ আগলে বসেছিল তার ছেলে। আজ, রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে পচাগন্ধ বের হতে দেখে দাসনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। গোটা এলাকাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

হিমঘরে আলু মজুতের পরিমাণ বারানোর সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলু চাষীদের স্বার্থে চলতি বছরে হিমঘরে আলু মজুতের পরিমাণ বারানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। যাতে কৃষকেরা আরও বেশি করে উৎপন্ন আলু সংরক্ষণ করতে পারে সেজন্য হিম ঘরের সংখ্যা বাড়িয়েছে রাজ্য। ১ লক্ষ ৩৭ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুতের ক্ষমতাসম্পন্ন মোট বারোটি নতুন হিমঘর তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গে তৈরি হয়েছে দশটি। এর ফলে রাজ্যে হিমঘরের সংখ্যা বেড়ে ৫০৮টি হল। এদিন নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে নতুন হিমঘর তৈরি হওয়ার ফলে এবার ৮১ লাখ মেট্রিক টন এর বেশি আলু মজুদ করা সম্ভব হবে। বন্ধ হবে চাষীদের অভাবি বিক্রি।আগামী পয়লা মার্চ থেকে রাজ্যের হিমঘর গুলিতে আলু মজুত শুরু হবে বলে বিবৃতিতে বিবৃতিতে

জানানো হয়েছে। আগে আসার ভিত্তিতে হিমঘর গুলির মজুতের পরিমাণের ৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। আলু চাষে রাজ্যে কিছুটা দেরিতে শুরু হলেও গত বছরের তুলনায় সারা রাজ্যে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আলু চাষ বেশি হয়েছে বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশে ভিন রাজ্যে আলু যাওয়া শুরু হয়েছে। অপরদিকে, অত্যাধিক আলু উৎপাদনের আশঙ্কায় রয়েছেন ব্যবসায়ী মহল। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণায় তাদের মধ্যে অনেকটাই সস্তি ফিরেছে।

উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে আরও বেশি করে নামবেন অধ্যাপকরা: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের অংশীদার হতে আরও বেশি করে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপা। রবিবার ওয়েবকুপার সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন ওয়েব কুপার সভাপতি তথা শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কলেজগুলিতে ওয়েবকুপার ইউনিট হেড তৈরি হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু বলেন, পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সব জায়গায় ওয়েবকুপার কমিটি হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত কলেজ রয়েছে সেখানেও ইউনিট হেড তৈরি হয়ে গেছে। সব জায়গায় ওয়েবকুপা সক্রিয় থাকবে। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এই অধ্যাপক এবং শিক্ষক শ্রেণি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পক্ষে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের হয়ে প্রকাশ্যে কাজ করবে।

সংগঠনের সহ-সভাপতি জানান, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদীর যে বঞ্চনা রাজ্যের প্রতি রয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হব। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাদের হয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব।

এর আগের বৈঠকেও ব্রাত্য বসু নির্দেশ দিয়েছিলেন কলেজে পড়ানোর ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতির অভিযোগ যেন না আসে। অধ্যাপকরা যাতে সঠিক সময়ে

কলেজে যান এবং যথাযথ ক্লাস নেন সে-বিষয়ে নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়াও জানানো হয়েছে, প্রত্যেক জেলায় এবং কলেজে একটি করে ওয়েবকুপার ইউনিট তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই জেলা নেতৃত্বরা জেলা ইউনিটের জন্য নাম পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে ১৩ থেকে ১৪ সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে। তারা কলেজগুলোতে কীভাবে ক্লাস হচ্ছে, পড়ুয়াদের কোনওরকম সমস্যা হচ্ছে কি না সেবিষয়ে নজর রাখবে।

শব্দের ঝংকারের ৪৬ বছরের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিটল ম্যাগাজিন জগতে শব্দের ঝংকার পত্রিকা ৪৬ বছর পার করেছে। সাময়িক পত্রিকার প্রায় অর্ধশত বছর মানে গর্বের বিষয়। শনিবার কৃষ্ণপদ ঘোষ হলে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে কথা গুলো বলেছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাম কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন শব্দের ঝংকার এর মত লিটল ম্যাগাজিন গুলো হল লেখক তৈরি করার আঁতুরঘর। এদিন পত্রিকার তরফে সম্মানীয় সাহিত্যিকদের স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানান হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক ও সাংবাদিক নুরুল ইসলাম খান। ড. সমরেন্দ্র ঘোষ, কবি ও সাংবাদিক গালিব ইসলাম, নব গোপাল চৌধুরী বক্তব্য রাখলেন। স্বপন পাল সভা পরিচালনা করেন। সুনীল মুখোপাধ্যায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও সমস্ত সাহিত্য সহযোদ্ধাদের প্রতি একমিনিট শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সমবেত সঙ্গীত দিয়ে সভার সূচনা করেন শীবেন গুহ, চন্দনা কুন্ডু,রুপা দত্ত চৌধুরী ও ময়ুরাক্ষী। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, কবি লেখকরা দূর দূরান্ত থেকে অনুস্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বরচিত কবিতা পাঠে ছিলেন সোমা নায়ক, লোপামুদ্রা কুন্ডু, অভিষিক্তাদে, দীলিপ কংসবনিক, চামেলী দাস, শুভাশিস চ্যাটার্জী ও জুয়েলা ব্যানার্জী, সুব্রত কুমার হালদার, মিঠু সরকার রায়, সুজিত কুমার পাল, শংকর ব্যানার্জী, তৃষারি ঘোষ সহ অসংখ্য কবি। আবৃত্তি করেন হাসিনা আনজুম মোনালিসা, অন্তরা ঘোষ কর্মকার, আলিম সরদার, তিতলি রায় ছাড়াও অনেকে। গান ও মনোজ্ঞ আলোচনা ও কাব্য পরিবেশনায় সভা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এবারের সংখ্যায় পত্রিকায় লিখেছেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার ও বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি সুবোধ সরকার সহ নামকরা লেখকরা।

মোদি সফরেও ছেড়েনি বাঁধন! ফের অবৈধবাসী এল শিকলেই

প্রথম পাতার পর

বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছিল বলে দাবি ওই অবৈধবাসীর।

শনিবার যে ১১৬ জন অবৈধবাসীকে দেশে ফেরানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দু'জন খুনের মামলায় অভিযুক্ত বলে জানিয়েছে পিটিআই। পঞ্জাবের পটিয়ালা জেলার রাজপুরার বাসিন্দা ওই দুই তরুণের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে খুনের মামলা রুজু হয়। সন্দীপ সিং ওরফে সানি এবং প্রদীপ সিং নামে ওই দুই তরুণ অমৃতসর বিমানবন্দরে অবতরণ করতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আইসিসিআর-এ ১৩ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদযাপন।

চা শিল্পের বর্তমান অবস্থানিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগিচা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি, চা সুন্দরী প্রকল্প সহ উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এর পৌরহিত্যে আগামী মঙ্গলবার নবান্নে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, শ্রম সচিব, ভারতীয় চা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, চা বাগানের মালিক সংগঠন, ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠনের প্রতিনিধিদের চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর-সহ উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার জেলাশাসকদেরও ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্প নিয়ে প্রশাসনকে আরও নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার গত ডিসেম্বর মাসে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে যে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে গত দেড় মাসে তাদের বাড়ি তৈরির কাজ কতদূর এগিয়েছে তা পর্যালোচনা করে প্রশাসনকে আরও নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে সব জেলা শাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিও দের কাছে কাজের অগ্রগতির উপরে নজরদারির পাশাপাশি বাড়ি তৈরীর সময় উপভোক্তারা যেন ন্যায্য মূল্যে নির্মাণ সামগ্রী পান সেই বিষয়টিও দেখার কথা বলা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বাড়িতে শৌচাগার ও পানীয় জলের সংযোগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। আগামী মে মাসের মধ্যে প্রথম দফার কাজ শেষ না করলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত জুন মাসে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে দেরি হয়ে যাবে বলেও প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রথম কিস্তির জন্য ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে টাকা দিতে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোষাগার থেকে ৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৪ ফাল্গুন, সোমবার

সিবিআই'র মামলায় জামিন পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শাহাজাহান শেখ। ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার শুনানির সম্ভাবনা। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি। ওইদিন সকালে শাহজাহানের বাড়িতে যান ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের দাবি, শাহজাহানের দুটি নম্বরে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। ওই নম্বর দুটি দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত ছিল। পরে একটি নম্বরে ফোন ধরেন শাহজাহান। ইডির কথা শুনে ফোন কেটে দেন। মুহূর্তের মধ্যেই কমপক্ষে

২-৩ হাজার লোক জড়ো হয়ে যান। আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ইডির গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। তারপর থেকেই সাম্রাজ্য ছাড়া হয়ে যান শাহজাহান। ৫৫ দিনের মাথায় রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। এরপর মামলার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। এবার সিবিআইয়ের সেই মামলা থেকে জামিন পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শাহজাহান। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হতে পারে বলে খবর। উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডির হাতেও গ্রেপ্তার হয়েছেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা।

রাজ্যের তদন্তকারী এজেন্সি দলদাসে পরিণত হয়েছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের তদন্তকারী এজেন্সি দলদাসে পরিণত হয়েছে। এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে প্রাক্তন সাংসদের বাড়ি কাম অফিস মজদুর ভবনে বোমা মারার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত আরিফ আখতার ও রাহুল পাশিকে দশ বছর কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাবাসের দিয়েছে কলকাতা নগর দায়রা আদালত। শনিবার বিচারক সৌমেন্দ্র নাথ দাস ওই মামলার সাজা ঘোষণা করেন। আদালতের সাজা ঘোষণার পর প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, রাজ্যের তদন্তকারী এজেন্সি দলদাসে পরিণত হয়েছে। যার ফলে অপরাধীদের সাজা হয় না। রাজ্যের এজেন্সি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো চলে। তিনি বলেন, '২০২১ সালে

তাঁর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় আরিফ আখতার ও রাহুল পাশির সাজা হয়েছে। সেই ঘটনায় নমিত সিং-সহ আরও একজন ছিল। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র তদন্তে তাঁরা খুশি।' তাঁর দাবি, ঘটনায় অভিযুক্তরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। স্থানীয় কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিং এলাকায় গুন্ডামি করে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে অর্জুন সিংয়ের বাড়ি মজদুর ভবনের সামনে বোমা-গুলি ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, নমিত সিং এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে এনআইএ তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আদালত ওই ঘটনার তদন্তভার এনআইকে দেবে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে মজদুর ভবনে হামলার ঘটনার মূল অভিযোগকারী প্রাক্তন সাংসদের পুত্র পবন কুমার সিং। রবিবার পবন সিং বলেন, 'বোমা মারছে সেই ভিডিও-সহ হামলার সমস্ত ফুটেজ তদন্তকারীদের দিয়েছিলাম। যদিও ঘটনায় অভিযুক্তরা নিজেদের দোষ স্বীকারও করে নিয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, 'বাবা যখন তৃণমূলে ছিলেন এবং বাবার হাতে যখন ক্ষমতা ছিল, তৎকালীন সময়ে দুষ্কৃতীরা হয়তো জেলে থাকতো। নয়তো দুষ্কৃতীরা এলাকার বাইরে থাকতো। কিন্তু এখন দুষ্কৃতীরা এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।' তাঁর দাবি, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখতে পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার দরকার আছে।

তোলায় 'না', নিউমার্কেটে ব্যবসায়ীর উপর হামলা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তোলা না দেওয়ায় নিউমার্কেটে হকারদের ওপর তোলাবাজদের তাণ্ডব। এক হকারের মাথায় চপারের কোপ মারারও অভিযোগ। আগেও ওই ব্যবসায়ীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ছিল। এই ঘটনায় হকাররা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পুলিশ প্রশাসনের ওপরেও। অভিযোগ, সব জেনে হাত গুটিয়ে রেখেছে পুলিশ। এককথায় ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায় কলকাতা পুলিশ, এমনটাই অভিযোগ হকারদের।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে নিউ মার্কেটে ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির মূলত বহিরাগতদের বিরুদ্ধেই। ইতিমধ্যেই ভবানীপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন হকাররা। এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যবসায়ী জানান, শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ কয়েকজন এসে ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা চায়। টাকা দিতে চাননি ওই ব্যবসায়ী। ওই লাইনের প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই তাঁরা টাকা চান বলে অভিযোগ। ওই ব্যবসায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করেন, সে সময়ে নিউমার্কেটের কর্তারা যান, কথাবার্তায় তখনকার মতো বিষয়টা মিটমাট হয়ে যায়। এদিকে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি নিউ আলিপুর এলাকায়। এরপর রাত সোয়া বারোটা নাগাদ তাঁর বাড়ির ওখানে গিয়েই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এর আগেও মেরে এক জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। একই কেস। চার পাঁচটা কেসও রয়েছে ওদের বিরুদ্ধে। পুলিশ তদন্ত করছে। কিন্তু গ্রেফতার কেউ হয়নি। এই ঘটনায়র প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুসারে, 'যারা মেরেছে, তারা তৃণমূলই করে। ওদিকে পার্টি অফিস রয়েছে ওদের।' আপাতত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ব্যবসায়ী। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় জানান, 'তৃণমূল মানেই হচ্ছে তোলামূল। এ তো সবাই জানে। বড়রা বালি, পাথর, কয়লা খেতে থাকে। সেটা ওদের মাধ্যম। ছোটরা কী করবে! ওরা এসব করে বেড়ায়।'

শিয়ালদায় ঠাণ্ডা জলের কিয়স্ক থেকে কল চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরম পড়ছে। ঠাণ্ডা জল চাই। প্রতিদিন লক্ষাধিক যাত্রী যাতায়াত করে শিয়ালদা স্টেশন দিয়ে। তাই বসানো হয়েছিল ঠাণ্ডা জলের কিয়স্ক। বছর গড়াতে না গড়াতেই উধাও সেই কল। ফলে ঠাণ্ডা জল চাইলেও মিলছে না। সূত্রে খবর, জনৈক ভাস্কর মিত্র নামে এক যাত্রী এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বলা ভাল রেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এখনও নতুন কল বসানো হয়নি। গরম পড়তে না পড়তেই শুরু হবে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি।

শিয়ালদা ডিভিশন সূত্রে খবর, যাত্রীদের নানা ধরণের সুবিধা দেওয়ার জন্য শিয়ালদা স্টেশন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হয়েছে। সেই কাজের সূত্র ধরেই পানীয় জলের জায়গার পাশে আলাদা করে এই ঠাণ্ডা জলের কিয়স্ক বসানো হয়েছিল। সেই কল গিয়েছে চুরি। রেল অবশ্য জানাচ্ছে, তারা তদন্ত করে দেখবে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল। তবে এই ঠাণ্ডা জলের কিয়স্ক যাতে ব্যবহার পুনরায় করা যায় সে বিষয়েও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে রেল। যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, নজর এড়িয়ে প্রতিদিন স্টেশন চত্বরে বহু নেশাখোর ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে থেকেই কেউ এই কাজ করে থাকতে পারে।

প্রোমোটার পেটানোর ঘটনায় জামিন নিল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের পুলিশের কর্মদক্ষতা নিয়ে উঠে গেল প্রশ্ন। প্রোমোটার পেটানোর অভিযোগ উঠেছিল বিধাননগর পৌরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। এদিকে এই ঘটনার ৬০ দিন পরও। ফলে তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে চুপিচুপি জামিন নিয়ে নেন সেই কাউন্সিলর। অথচ, তাঁর খোঁজে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশি চালানো হয় মন্দারমনি, এমনকি ভিন রাজ্যেও।

প্রসঙ্গত, গত বছর ১৫ ডিসেম্বর বাগুইআটিতে প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করা হয়। তোলার টাকা না পেয়ে তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কাউন্সিলরের সমরেশ ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তিনি বিধাননগরের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর ১৭ তারিখ পুলিশ সমরেশের বাড়িতেও হানা দেয়। কিন্তু বাড়িতে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়িতে নোটিস টাঙানো হয়। বলা হয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে সমরেশকে। কিন্তু তারপর সমরেশের টিকিও খুঁজে পায়নি পুলিশ। ১৫ ডিসেম্বর বাগুইআটির প্রোমোটার কিশোর হালদারকে পেটানোর অভিযোগ ওঠে। দেখা গেল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনায় সমরেশ-সহ চার অভিযুক্তের জামিন হয়। তার আগে ঘটনায় তিন অভিযুক্তের জামিন পেয়ে যায়। আক্রান্ত প্রমোটার এই ঘটনায় পুলিশের ওপর যে বেশ হতাশ তা ধরা পড়ল তাঁর বক্তব্যে। তিনি স্পষ্টই জানান, 'আমি ২ মাসে পুলিশের কাছে মিনিমাম ৫০ বার গিয়েছি। প্রতিবারই পুলিশ আমাকে আশ্বস্ত করেছে, ধরা পড়বে। হাইকোর্টে মামলা করবে। হাইকোর্টও তাই নির্দেশ দিয়েছে। আসলে পুলিশ ধরেইনি ওকে। আইনশৃঙ্খলা বলে কী রয়েছে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। প্রভাবশালীর হাত মাথায় রয়েছে বলেই ধরেনি পুলিশ। নাহলে তো পুলিশের ট্রান্সফার হয়ে যাবে।' এই প্রসঙ্গে এও ঠিক যে, ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন আক্রান্ত প্রোমোটার। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হন, পুলিশ যাতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। কিন্তু অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় খুনেরও আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। এবার তাঁর সেই আশঙ্কা আরও বাড়ল বলেই জানান তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্নীতির ত্রিভুজে তৃণমূল শিবিরে একে অপরের পরিপূরক। পুলিশ তৃণমূলের বোঝাপড়ায় বিচার চাইলে পাবেন না, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।'

জীবনতলার ঘটনায় বন্দুক আর কার্তুজের উৎস সন্ধানে এসটিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্দুক আর কার্তুজ মেলায় হাজী আধুল রশিদ মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিকে হাজী আধুল রশিদ মোল্লার পরিবারের সদস্যদের দাবি, এই বন্দুকের লাইসেন্স রয়েছে। তারপরও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই কোর্টে সেই লাইসেন্স জমা দেওয়া হয়েছে। রশিদের বাড়ি জীবনতলার উজিরমোড় এলাকায়। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। শনিবার ওই এলাকাতেই রেইড করে বেঙ্গল এসটিএফ। উদ্ধার হয় ১৯০ রাউন্ড কার্তুজ। উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। চোরপথে এইসব আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ বিক্রি করা হতো বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। রশিদ ছাড়াও হাসনাবাদের বাসিন্দা বছর চল্লিশের আশিক ইকবাল গাজি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বছর একাত্তরের বাসিন্দা হাজি রশিদ মোল্লা, পঁয়তাল্লিশ বছরের আবদুল সেলিম গাজি ও শান্তিপুরের জয়ন্ত দত্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই সামনে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য।

সূত্রের খবর, লালবাজারের খুব কাছের একটি অস্ত্র ডিলারের থেকে গিয়েছিল কার্তুজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায় একাধিক এজেন্টের মাধ্যমে গুলি বিক্রি করা হতো। এও জানা যাচ্ছে উদ্ধার হওয়া ১৯০টি কার্তুজ লাইসেন্সপ্রাপ্ত .৩২ বোরের পিস্তলের। এই কার্তুজ প্রিতিটি ১২০ টাকায় বিক্রি হয় ডিলারের থেকে। অস্ত্র পাচারকারীর থেকে কার্তুজ বিক্রি হয় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায়। এও জানা যাচ্ছে, বৈধ অস্ত্র যারা রাখেন তাদের কোটা দেখিয়েই চলছিল এই করবার। প্রত্যেক বৈধ অস্ত্রের কোটায় বছরে ৫০টি কার্তুজ ইস্যু করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০টি কার্তুজ ইস্যু হয়। সেখানেই খাতায় কলমে কার্তুজ বিক্রি দেখিয়ে সেগুলি ডিলারের থেকে চলে যেত বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, বসিরহাট থেকে ফারুক মালিক নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। ফারুকের কাছে থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারটি ফ্যাক্টরি মেড কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। এসটিএফ মনে করছে এই কার্তুজ গুলো অন্য কোনও লাইসেন্সে প্রাপ্ত দোকান থেকে কেনা। বিবাদি বাগের লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্র বিপণি ছাড়াও আরও বিপণির যোগ থাকতে পারে বলে ধরানা রাজ্য এসটিএফ এর গোয়েন্দাদের। কারণ ফারুকের কাছে যে চারটি কার্তুজ পাওয়া গেছে সেগুলিও ফ্যাক্টরি মেইড। যা বিবাদিবাগ বিপণির নয় বলে জানা যাচ্ছে। তাহলে অন্য কোন বিপণি থেকে নেওয়া হল খোঁজ নিচ্ছে এসটিএফ।

বিডন স্ট্রিটের লুঠের ঘটনায় সামনে এল নানা প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিডন স্ট্রিটে বৃদ্ধার বাড়িতে লুঠের ঘটনায় সামনে এল বেশ কিছু তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, কেয়ারটেকারকে ধারাল অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয় দুষ্কৃতী। এরপর কেয়ারটেকারকে দিয়ে বৃদ্ধাকে ফোন করে দরজা খোলার কথা বলানো হয়। এরপর দরজা খুলতেই ভিতরে ঢোকে অভিযুক্ত। লুট করা হয় সব।

পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের জানতে পেরেছেন ঘটনার দিন রাত ১১.২০ নাগাদ এক দুষ্কৃতি বাড়িতে ঢোকে। ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে বাড়ির কেয়ারটেকারকে ফোন করতে বলে বৃদ্ধাকে। ফোন করে দরজা খুলতে বলে কেয়ারটেকার। এরপর তিনতলা থেকে রিমোটে দরজা খুলতেই দুষ্কৃতি ভিতরে ঢোকে। কেয়ারটেকার দোতলায় একটি ঘরের খাটের নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। এরপর ওই দুষ্কৃতি মুখে ও মাথায় গামছা পেচানো অবস্থায় তিনতলায় গিয়ে বৃদ্ধার ঘরের বাইরে লাগানো সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলে। তারপর বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে আলমারি থেকে লুটপাট চালায়। অপর এক দুষ্কৃতী নিচে লুকিয়ে ছিল বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। দুষ্কৃতী উপরে ওঠার সময় কেয়ারটেকারের ফোনটি কেড়ে নিয়ে নেয়। লুঠপাট চালিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় কেয়ারটেকারের ফোন রেখে যায়। এমনকী বেরোনোর আগে মুখে ও মাথায় পেচানো গামছা খুলে ফেলে রেখে যায়।

যদিও, এই ঘটনার পর একাধিক প্রশ্ন উঠছে। তিনতলায় কোথায় সিসি ক্যামেরা আছে কীভাবে জানত দুষ্কৃতি তা নিয়েও। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে যে, কেয়ারটেকারের ওপর কেন চড়াও হয়নি দুষ্কৃতি তা নিয়েও।

পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবন চত্বর থেকে উধাও মাতৃভাষা স্মৃতি স্মারক

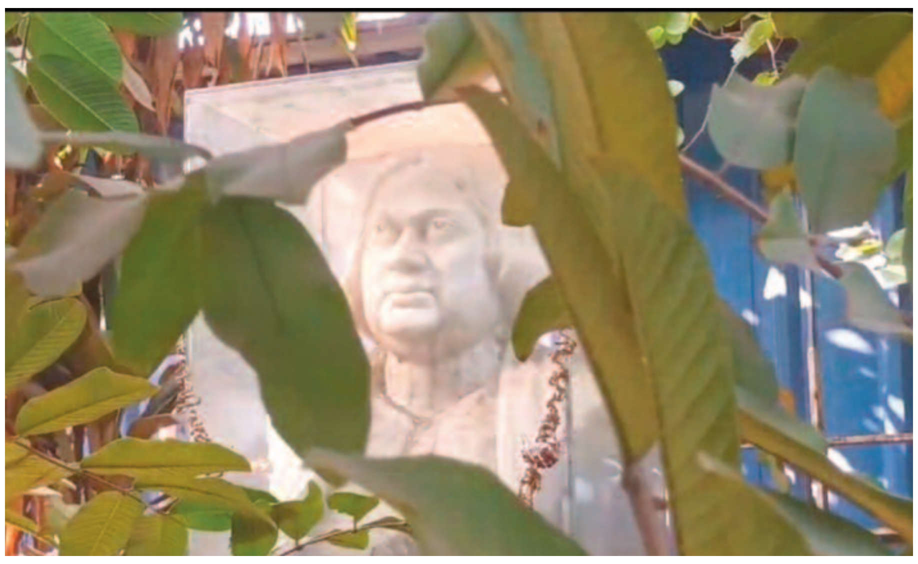

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চলে সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে মাতৃভাষা দিবস। এই বিশেষ দিন পালনের আগেই পানিহাটি পুরসভার অধীনস্থ লোকসংস্কৃতি ভবন চত্বর থেকে উধাও হয়ে গেল মাতৃভাষা স্মৃতি স্মারক। সরকারি জায়গা থেকে মাতৃভাষা স্মারক উধাওয়ের ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ পানিহাটির সংস্কৃতি সম্পন্ন মামুষজন। জানা গিয়েছে, ১৯৮৭ সালে পুরসভার উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল লোকসংস্কৃতি ভবন।সেখানেই স্থানীয়দের দাবি মেনে গড়ে তোলা হয়েছিল মাতৃভাষা স্মৃতি স্মারক। কিন্তু আজ সেই স্মারক উধাও হয়ে গিয়েছে। এমনকি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের আবক্ষ মূর্তিও জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাধন চক্রবর্তী আক্ষেপের সুরে বলেন, পুরসভার গাফিলতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। কবি নজরুলের মূর্তিও আগাছার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। হারানো সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে সংস্কৃতি সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দিলেন সাহিত্যিক সাধন চক্রবর্তী। ঘটনা নিয়ে পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি খোঁজ-খবর নেবেন। তাঁর ধারণা, লোকসংস্কৃতি ভবন সংস্কারের কাজ শুরু হবে। সেইকারনে হয়তো স্মারকটিকে সরানো হতে পারে।

বুধ থেকে শনি দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বুধ থেকে শনি, ৪ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। ৩ দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির ইঙ্গিত কলকাতায়। হালকা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পংয়েও। রাতের তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে কলকাতায় বুধবার পর্যন্ত কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি, আবার কখনও বা মেঘলা আকাশ। আগামী কয়েকটা দিন এভাবেই কাটবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিংয়ে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতেও কুয়াশার প্রবণতা দেখা যাবে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় কুয়াশার পরিমাণ বেশি থাকবে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কুয়াশাই নয়, উত্তরবঙ্গে ১৭ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল পর্যন্ত দার্জিলিং জেলায় হালকা বৃষ্টি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া অফিস। তবে দক্ষিণবঙ্গ ভিজতে ভিজতে ১৯ ফেব্রুয়ারি।

১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ওইদিন আবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাতেরও সম্ভাবনা থাকছে। ২০ ফেব্রুয়ারিতেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। ২০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ধীরে ধীরে বদলাবে হাওয়া। তবে বৃষ্টি চলবে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ২২ ফেব্রুয়ারি আবার দক্ষিণবঙ্গের সবক'টি জেলাতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট অব্যাহত রয়েছে। এদিন ঘন কুয়াশার জেরে দার্জিলিংয়ের নানা প্রান্তে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের নিচে নেমে যায়।

বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে চারদিকে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও জায়গায় দুর্ঘটনার খবর আসছে। ফের বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে সামনে সিটি হোটেলের একদম কাছে লরির চাকার তলায় স্কুটি নিয়ে পড়ে যায় ৩ জন। ঘটনাস্থলেই তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে।ব্যস্ত ই রাস্তায় ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনার পর লোক জমায়েত হচ্ছে স্পটে। যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৌঁছে গিয়েছে পুলিশ। আপাতত পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এয়ারপোর্ট তিন নম্বর গেটের একদম সামনেই কুটির পেছনে ট্রাকের ধাক্কা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তিনজনের বাবা মা ও মেয়ের। বাবা ও মা মধ্য বয়সী। এবং মেয়ের বয়স আনুমানিক ১৬-১৭। দুর্ঘটনার পরে আহতদের বারাসাত স্টেট জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখানে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করেছে।

শুক্রবার রাতেবেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের প্রমোদনগরের কাছে মৃত্যু হয় এক যুবকের। পুলিশ জানায়, বছর ১৯- তরুণ মৃত সায়ন্তন সরকার ছিলেন বরাহনগরের বসাকবাগানের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই দিন বিকেলে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে।নিমতার মাঠকল এলাকা থেকে ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনা।

প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, এক্সপ্রেসওয়েতে ওই তরুণের বাইকের দু'দিক দিয়ে দ্রুত গতিতে দু'টি লরি রেষারেষি করছিল। সায়ন্তনও বাইকের গতি বাড়িয়ে দু'টি লরিকে পার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। তখনই চিকিৎসকেরা জানান ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণের। গতকালও বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে দুর্ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

সম্পাদকীয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হল দেশের মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা

ব্যাঙ্ক যে দিন সুদ কমানোর কথা ঘোষণা করল, তার দিনকয়েক আগেই অর্থমন্ত্রী বাজেটে বিস্তর কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন। এত দিনের আলোচনায় স্পষ্ট যে, অর্থমন্ত্রী যে শ্রেণিকে 'মধ্যবিত্ত' বলে ডাকছেন; প্রকৃতপক্ষে আয়করদাতাদের মধ্যে যাঁরা আয়ের নিরিখে দেশের উচ্চতম দশ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত; কর ছাড়ের ফলে অতঃপর প্রতি মাসে তাঁদের হাতে গড়ে হাজার পাঁচেক টাকা বাড়তি থাকবে। অর্থমন্ত্রীর আশা, এই টাকার সিংহভাগ খরচ হবে ভোগব্যয়ে। চাকরির বাজারে এখনও যে পরিমাণ অনিশ্চয়তা, সেখানে সরকারি চাকুরে ছাড়া অন্যরাও হাতে আসা বাড়তি টাকার সিংহভাগ ভোগব্যয় করবেন, এই আশার মধ্যে নিশ্চয়তা কতখানি, সে প্রশ্ন থাকছে। কিন্তু, অর্থমন্ত্রীর যুক্তিকেই সত্য জ্ঞান করলে, এই বাড়তি খরচের সামর্থ্য বাজারে চাহিদা বাড়াবে। সুদের হার কমল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই; এবং, বাজারের আশা স্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে আরও সুদ কমবে। অর্থাৎ, বর্ধিত চাহিদা মেটাতে নতুন লগ্নি হবে, তার পথ সুগম করতেই ব্যাঙ্ক সুদ কমাল। কেন্দ্রীয় সরকার যখন কেবলমাত্র মুদ্রানীতির ভরসায় না থেকে রাজস্বনীতির মাধ্যমে চাহিদা বাড়ানোর কথা ভাবছে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানানোই বিধেয়। তবে, কিছু প্রশ্ন থাকছেই। মনিটরি পলিসি কমিটির আগের বৈঠক অবধি ব্যাঙ্কের আশঙ্কা ছিল যে, মূল্যস্ফীতির হার এখনও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে আসেনি, ফলে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তে বিপরীত ফল হতে পারে। ঘটনা হল, অক্টোবরের পর থেকে দেশে খুচরো পণ্যের মূল্যসূচকের নিরিখে মূল্যস্ফীতির হার আপাতত নিম্নগামী। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিও আপাতত নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু, শুধুমাত্র ২০২৪ সালের মূল্যস্ফীতির তথ্য দেখলেও স্পষ্ট হয় যে, কোনও এক বা দু'মাস এই হার নিম্নগামী হলেই যে পরবর্তী মাসগুলিতেও সেই প্রবণতাই বজায় থাকবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত, খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দাম চড়ে যাওয়ার প্রবণতা তীব্র। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনি দায়িত্ব হল দেশে মূল্যস্ফীতির হারকে সন্তোষজনক হারে ধরে রাখা।

শব্দবাণ-১৯৪

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শিল্পকর্ম ৩.অন্যরকম ৫. হাতি ৬. বন্ধক ৭. প্রচলিত ৯. পদবিবিশেষ ১১. হনুমান ১২. ঢেউ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কাটারি ২. সংবাদপত্র ৩. প্রাকৃতিক ৪. মাতাল ৭. জ্যোৎস্না ৮. তিব্বতের লোক ৯. বাকল ১০. মৃগয়া।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৩

পাশাপাশি: ২. কার্যকুশল ৩. কপোতপালি ৬. রণপণ্ডিত ৭. চতুঃসীমা।

উপর-নীচ: ১. পুরুষকার ২. কার্যকলাপ ৪. তখতনামা ৫. লিঙ্গশরীর।

জন্মদিন

আজকের দিন

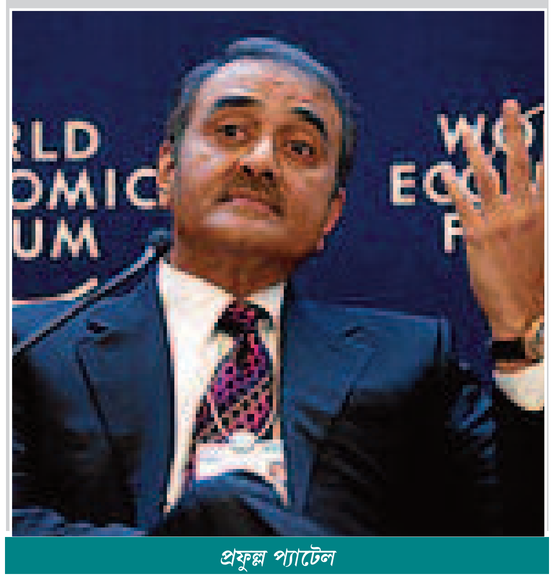

প্রফুল্ল প্যাটেল

১৯৪৫ বিশিষ্ট সাংবাদিক নলিনী সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশ্বের রাজনীতিবিদ কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল প্যাটেলের জন্মদিন।

অনন্তশ্রী ওঙ্কারনাথদেব: দিব্যজীবনের রূপরেখা

যুগত্রাতা

শুয়ে ছিলেন তিনি। 'কে?' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলেন তাঁর কাছে বিশ্রামরত কিঙ্কর প্রণবানন্দ। 'ঠাকুর কি তাহলে আঘাত পেলেন?' তাঁর মনে এই প্রশ্ন। উঠে দেখেন, ঠাকুর শুয়ে আছেন আর তাঁর পদতলে দণ্ডায়মান বেশভূষায় সম্ভ্রান্ত এক আগন্তুক যাঁর চোখে মুখে আধুনিক শিক্ষার ছাপ।

'চুপ করে রইলে যে। কে তুমি?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

'আমি'-তাঁর কুণ্ঠিত প্রত্যুত্তর।

'তুমি কে?'

'পাপী'।

'পাপী। কি পাপ করেছ শুনি!'

'হেন পাপ নেই যে করি নি।'

'ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, স্বর্ণস্তেয়, পারদার্য্য এই সব? আর কিছু করতে পেরেছ ?'

আগন্তুক নির্বাক্। স্তম্ভিত।

ঠাকুর বললেন, 'তাহলে আর কি পাপ করলে। মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, পরদার করবে না-তাহলে আর কলিতে এসেছ কেন। তবে তো সত্যযুগে জন্মালেই পারতে।' উদ্বিগ্ন হোয়ো না। নাম কর, নাম করে যাও-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই নাম সকল পাপ ধুয়ে মুছে দেয়। শুধু উঠতে বসতে খেতে শুতে নাম কর। শ্রদ্ধায় অশ্রদ্ধায় প্রত্যেক শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর। তাহলেই হবে।

জ্বলন্ত আশ্বাসবাণী, তাই না?

ইনিই ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

এই ঘটনাটি ঘটে অনেক বছর আগে বেনারসে। পরবর্তী ঘটনাটি কানপুরের বছর খানেকের আগে।

একদা এক ডাক-সাইটে জাত নাস্তিক এলেন, নাস্তিক্যের কৌলীন্য গর্বে যিনি ভরপুর এসে বললেন, 'আমি নাস্তিক, আমার বাবা ঠাকুরদা এঁরাও ছিলেন নাস্তিক, আমি নাস্তিকাটুকু ছাড়ব না, কিন্তু আমি শান্তিকামী। আমার কোনও উপায় হতে পারে?' তিনি বললেন 'হবে বৈ কি?' তাঁকে শান্তি লাভের অব্যর্থ পথ দিলেন। তিনিও দীক্ষা পেলেন! আর পাপী তাপী যে কত তাঁর কাছে এসে উদ্ধার হয়ে গেল তার সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। এঁর জগাই মাধাই এর সংখ্যা সহস্রাধিক হবে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। কত 'সল' কে যে তিনি 'পল' করলেন, কত অঙ্গারের মলিনত্ব তাঁর কৃপায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল, কত মদ্যপ, তস্কর, কত ভীষণ নরঘাতক দস্যু যে তাঁর প্রভাবে সাধু বা ভক্তে পরিণত হল-তার পরিচয় অভিজ্ঞ মাত্রেরই জানা আছে। অধিক কি, জেলের কয়েদীগণ পর্যন্ত এর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে করুণ আবেদন জানায়; জেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ইনি সেই সব কয়েদীদের পর্যন্ত জেলে গিয়ে উদ্ধার করে আসেন। তাদের মধ্যে খুনীও থাকে।

জন্ম পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার ডুমুরদহে। ১৮৯২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। প্রকৃত নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যখন বয়স মাত্র ছয়, শিবের দর্শন পান। পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে আবার মহাদেব ও জগজ্জননীর দর্শন ঘটে এবং এছাড়াও তাঁর স্বরূপ কী ও কেন তাঁর এই অবতরণ তা জানতে পারেন। এবং তিনি নিজের গুরুদেব, গুরুদেবী ও পত্নীর কাছে এই স্বরূপ প্রকাশ করেন, অলৌকিক দিব্যদর্শন করান। তাঁর এই পত্নী হলেন তাঁর গুরুদেবের ভাইঝি, যাঁকে তিনি গুরুর আদেশেই বিবাহ করেন। তিনি স্বেচ্ছায় এই তিনজনকে এই দুর্লভ দিব্য দর্শনের অনুগ্রহ করেছিলেন যা বিশ্বের ইতিহাসে কদাচিৎ মেলে। এই দর্শনের বর্ণনা অপ্রকাশনীয় কারণ, প্রভুর আদেশ।

১৩৪০ সাল তাঁর জীবননাট্যে পরিবর্তনের সূচনা, তার পরিণতি ১৩৪৩ এর পৌষে। ঐ বছর ২৯শে পৌষ সকালে নৌকাযোগে ত্রিবেণী যান; ত্রিবেণীতে যে স্থানে আদি দীক্ষা হয়েছিল সেই স্থানে কলসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চীরবাস এবং কৌপীন ধারণ করলেন। কোপীন ব্যবহারে অবশ্য পূর্ব হতেই অভ্যস্ত; এ শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ। ত্রিবেণী থেকে ফিরে উত্তমাশ্রমে গেলেন; স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি নূতন কাপড় কেটে দিলেন, বললেন, ক্ষ্মতোমার নাম আজ থেকে ওঙ্কারনাথ।ক্ষ্ম 'ওঙ্কারনাথ' নাম অবশ্য এর আগেই ওপর থেকে নেমে এসেছিল। 'সীতারাম' নামটি গুরুদেবের কাছ থেকে আরও অনেক আগে পাওয়া।

'দাস'-টি যতদূর জানি, তাঁর নিজের সংযোজনা। আজন্ম যিনি প্রকৃষ্ট বোধের প্রতিমূর্ত্তি কি জানি কোন্ দৈবী প্রেরণায় তাঁর প্রবোধ নামকরণ হয়েছিল। এই নামকরণের কৃতিত্ব তাঁর পিতৃদেবের, না আর কারুর তাও জানি না। জগজ্জননী জানকীর স্নেহ বাৎসল্য ও প্রেম এবং শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা যাঁর মধ্যে একাধারে বিরাজমান, তাঁর 'সীতারাম' নাম নির্বাচন যে শ্রীমদ্ দাশরথিদেবের অতিসূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আর ওস্কারসিদ্ধ মহাজন, পর প্রণব যাঁর হস্তামলকবৎ, তাঁর ওঙ্কারনাথ ছাড়া আর কোন্ নাম সঙ্গত হতে পারে?

১৩ই চৈত্র; সেদিন ছিল দোল। অনুগত সেবকদের ডুমুরদহ, দিগঙ্গুই শিমলাগড় প্রভৃতি স্থানে নাম প্রচারের কথা অবশ্য বলেন। নিজে পুরী রওনা হয়ে যান। তারপর মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন মৌন নেন, সঙ্কল্প হয় সাক্ষাদ দর্শন, নচেৎ নির্বিকল্প সমাধিযোগে দেহত্যাগ। সন ১৩৪৪, ১০ই বৈশাখ, নির্বিকল্প সমাধিতে যখন তিনি মগ্ন, তখন গোলাকার জ্যোতির মধ্যে জগন্নাথদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে আদেশ করেন, ক্ষ্মযা যা, নাম দিগে যা।ক্ষ্ম তখন মৌন ভঙ্গ হল। শুরু হয় নবলীলা। বৈচিত্র্যে অভাবনীয় এই অভিনব লীলার পরিচয় দেবার না আছে সামর্থ্য, না অবকাশ। আদিষ্ট হবার পর এই লোক-কল্যাণ-বিগ্রহ যে কত ভাবে কত ভূমিকায় জগৎকল্যাণে নিরত হলেন তার নির্ঘণ্ট প্রণয়ন অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ অমিত উদ্যমে তিনি নাম-প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। উত্থার বেগে তাঁর আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমার ইতিহাস বাস্তবিক রোমাঞ্চকর। স্থলে, জলে, অন্তরিক্ষে, পদব্রজে, বিবিধ স্থলযানে, জলযানে এমনকি বিমানে, অবিরাম চলেছে তাঁর নাম-প্রচার। নাম-প্রচারের দুর্গ-স্বরূপ স্থাপিত হল ভারতব্যাপী কত মঠ ও আশ্রম। তাঁর প্রকটলীলায় দেড়শোর ওপর গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়, বিভিন্ন ভাষায় মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর পৌরোহিত্যে। এছাড়াও বহু আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। জগৎকল্যাণের জন্য তিনি অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়-এই সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসর্গীকৃত করেন। এবং বহু ভক্তিমুলক নাটক প্রদর্শনেও উৎসাহিত হন। এই অনন্ত কর্মযজ্ঞ ছাড়াও তিনি কোটি কোটি সাধারণকে উদ্ধার করেছেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, সিদ্ধযোগের ধারায় দীক্ষা দিয়েছেন যা আমাদের পরিচিত সকল দীক্ষা পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ও দুর্লভ। এবং যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে প্রত্যেকটি মানবসত্তাই পরিবর্তিত হয়েছে, উন্নীত হয়েছে আধ্যাত্মিক সত্তায়। আর এখানেই তিনি সাধুজনের সাধু, ঋষিগণের ঋষি ও মুনিজনের মুনি। বস্তুতঃ ঈশ্বরের কৃপাঘন রূপ তিনি, জ্ঞান ও প্রেমের মানবী মূর্তি যিনি মর্ত্যের ধূলিতে নেমে এসেছেন প্রতিটি মানবসত্তাকে পূর্ণতার পথে প্রেরণ করতে।

জীবোদ্ধারের এই লীলার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তাঁর দেবোদ্ধার-লীলাও। দেবোদ্ধার লীলার বহু ঘটনার মধ্যে

একটি হল এরকম-হুগলী জেলার আমনমৌরী গ্রাম। সেই গ্রামের চণ্ডীতলা একদা নাকি জাগ্রত পীঠ ছিল; কিন্তু তখন দেড়শ বছর ধরে জঙ্গলাকীর্ণ, সেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। সর্পসঙ্কুল ঘন বনে সে স্থান তখন সমাচ্ছন্ন। ঠাকুরটি একদিন কিন্তু বলে বসলেন, ঐ বন নির্মূল করতে হবে, অপূজিত বিগ্রহের উদ্ধার করতে হবে। অন্যে ভেবে পায় না বিগ্রহ কোথায়। চণ্ডীপীঠই বা কৈ? তাঁর আদেশ হলঃ ক্ষ্মপ্রাণভয়ে ভীত নও এমন কেউ থাক, এস আমার সঙ্গে।ক্ষ্ম কয়েকটি দুঃসাহসী যুবক এগিয়ে এলেন। শুরু হল বন পরিষ্কারের কাজ। এক একটি গাছে এক কোপ দেওয়া হয় আর ফোঁস করে প্রতিবাদ জানায়, পথরোধ করে ভীষণ সব বিষধর সাপ। বীর বাহিনীর সাহস প্রায় উবে যায় কিন্তু মূর্ত্ত বরাভয় ঠাকুরটি শুধু বলেন, ক্ষ্মরাম রাম শিব শিবক্ষ্ম আর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত শীর্ষ ভুজঙ্গের দল নতশিরে সরে যায়। এই দেখে সকলের সাহস বাড়ে, আরও অনেকে জঙ্গল কাটতে এগিয়ে আসে। তবু সব পরিষ্কার করতে প্রায় পনের দিন লেগে যায়। তারপর আবিষ্কৃত হল দেবী চণ্ডিকার পূজার বেদী। স্থির হল নূতন ঘট স্থাপন করে পূজার পুনঃ প্রবর্তন করা হবে। বাধা এল গ্রামবাসী সেবাইতের কাছ থেকে। চণ্ডীর ঘট যে কয়েক পুরুষ ধরে তাঁর গৃহে রক্ষিত আছে তিনি নিত্য সেই ঘটে পূজা করেন। চণ্ডীতলায় এসে নূতন ঘট স্থাপনে তিনি সম্মত নন। তখন ঠাকুর চললেন সদলে তাঁর গৃহে চণ্ডীর ঘটটিকে প্রণাম করতে। তিনি প্রণাম করতেই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল ঘটের ওপর ছিল একটি জবা ফুল, সে ফুল আপনিই ঘট থেকে পড়ে গেল।

তারপর চণ্ডীতলায় নূতন ঘটে পূজা আরম্ভ হল। দ্বিপ্রহরে ঘটের সুমুখে বসে ঠাকুর ঘটের ওপর ফুল দিলেন এমন সময় ঘটল বিচিত্রতর এক কাণ্ড। কোথাও কিছু নেই বিদ্যুতের একটা হল্কা সহসা খেলে গেল। তখন সেখানে আন্দাজ দেড় হাজার লোক। সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ়। রক্তবর্ণ অগ্নির একটা তীব্র ছটা যেন সমগ্র স্থানে বিস্তৃত হল। জনতা মিনিট খানেক সংজ্ঞাহারা। সকলের চক্ষু মুদ্রিত। সচেতন হয়ে সকলে যখন চোখ খুলেছেন তখন দেখেন অসংখ্য জবাফুলে সব ছেয়ে আছে- আর ঠাকুরটি সমাধিস্থ। এক বিঘে পরিমাণ জায়গা জুড়ে জবাফুলের বর্ষণ হয়ে গেছে। যে যেমন পারল নিমেষে সব জবাফুল কুড়িয়ে নিল। শুধু ঠাকুরের আসনের ওপর যে পাঁচটি ফুল ছিল তার দিকে হাত বাড়াবার সাহস কেউ করল না।

সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর কিন্তু প্রশ্ন করলেন না-ফুল কোথা থেকে এল। পরে তিনি ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আজকের ব্যাপারটা তোরা কিছু বুঝলি? মাত্র একজন (ভক্তপ্রবর অসীমানন্দ) বলেছিলেন, 'পুষ্পবৃষ্টির কথা এতদিন শোনা ছিল, আজ প্রত্যক্ষ দেখা গেল।'

লীলাময় ঠাকুরটির অনন্তলীলার অন্তরালে এমন ঘটনাও চাপা পড়ে যায়। দিব্যজীবনে এর চেয়েও কত চমকপ্রদ ঘটনা নিতা ঘটে যাচ্ছে, দেখে দেখে তাঁর লীলাসহচরদের বিস্ময়বোধ স্তিমিত হয়ে গেছে। চন্দন নিয়ে যাদের দৈনন্দিন কারবার সুগন্ধে কি তাদের কখনও বিস্ময় জাগে? হীরকের দ্যুতি কি হীরক ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে?

দেবোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কত অগণিত দেবমন্দিরের সংস্কার সাধন। কত অসংখ্য স্থানে যে এরূপ জীর্ণোদ্ধার করেছেন তার বর্ণনা দেবার সামর্থ্য আমার নাই তথাপি মাত্র যে কয়েকটি স্থানের নাম শুনেছি ও জেনেছি সেগুলি হল-দিগঙ্গুই, ডুমুরদহ, ত্রিবেণী, তারাগুণ, উত্তরপ্রদেশের তারিঘাট ও বিঠুর, মেদিনীপুরের জনার্দনপুর, বাংলায় খট্রনগর, ইন্দাস, ভাটপাড়া, বালিটিকুরী, উদ্ধারণপুর ও ভুরকুণ্ডা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জীবোদ্ধার, দেবোদ্ধারের মত তাঁর আরও একটি বিশেষত্ব বেদোদ্ধার লীলা। তাঁর এই লীলা ত্রিধা আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথমতঃ তিনি যুগের উপযোগী করে শাস্ত্র রচনা করেছেন তাঁর শতাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে। একদা বেদাদি শাস্ত্রের অধিকার বিচ্যুত মানুষের জন্য যেমন ভগবান শঙ্কর করেছিলেন ত্রিবিধ তন্ত্রের উপদেশ, যেমন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেই ক্ষান্ত না হয়ে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছিলেন, ঠিক তেমনই এই যুগপুরুষ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণয়ন করলেন মহামূল্য সব গ্রন্থরাজি। মৌনকালে সমাধির ফাঁকে ফাঁকে হয়েছে এই সব গ্রন্থের রচনা। এবং অতি বিচিত্র তাঁর এই রচনার লীলা। লেখনীমুখে স্বতঃই বেদ-বাণী উৎসারিত হয়েছে। তিনি যেন লেখক নন, গ্রন্থকার নন, যন্ত্র বা সাক্ষী, উপলক্ষ্য মাত্র। বাস্তবিক সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। যা রচিত হয়, উদ্ভাবিত হয় তা সত্য নয়, যা উদ্ভাসিত হয়, তাই সত্য। গ্রন্থকাররূপী ঠাকুরটি সত্যকে দর্শন, শ্রবণ, উদ্ ঘাটন করেছেন; বেদ যেমন ও যে অর্থে অপৌরুষেয় তাঁর গ্রন্থাবলীও তেমন-ই, সেই অর্থে অপৌরুষেয়। ঋষি শব্দের অর্থ যদি সত্যদ্রষ্টা, সত্যপ্রকাশক হয়, তবে আক্ষরিক অর্থে ঋষির আমরা এতকাল পরে অন্ততঃ একটি বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত পেলাম।

দ্বিতীয়তঃ বেদোদ্ধার কল্পে তিনি বেদবিহিত যজ্ঞের পুনঃ প্রবর্তন করলেন। ১৩৬৭ সালে হোসেঙ্গাবাদে শ্রীবিষ্ণু মহাযজ্ঞ হল তাঁর উদ্যোগে, তারপর থেকে প্রতিবছর কত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে। বিষ্ণুযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, রামযজ্ঞ, শক্তিযজ্ঞ। যজ্ঞের বৈচিত্র্যও যেমন লক্ষণীয়, তেমনি তার সংখ্যাধিক্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতকালের অবহেলিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মাহ্মণগণ আজ তাঁর ছত্রতলে সকলে আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ। আজ তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁরা দেশে এক জাগরণের প্রথম উদ্ গাতার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

আরও ঠাকুরটি তাঁর বেদোদ্ধার সম্পূর্ণ করার জন্য সনাতন বৈদিক আদর্শে গুরুকুল স্থাপনে ব্রতী হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় আজ বহুবছর ধরে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। শ্রীসদানন্দ মঠের গুরুকুল স্থাপনাও তাঁর এই লীলার রূপায়ণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনা।

বেদ প্রচারের আনুষঙ্গিক এবং পরিপুরকরূপে তাঁর সংস্কৃত ভাষার প্রচার লীলাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সেবকদের নিত্য ত্রৈকালিক প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, যার একটি অংশ হল-

জগজ্জননী বাণী করিয়া করুণা।
দেবরাষ্ট্রভাষা রূপে হও অবতীর্ণা।
অধম তনয়গণ যাচে বার বার।
ভূতলে সংস্কৃত ভাষা হউক প্রচার।

তারপর লক্ষণীয় তাঁর সংস্কৃত প্রচারের উদ্যোগ স্বরূপ তিনটি মাসিক পত্রের প্রবর্তন। প্রথমে সন্ ১৩৬৫, ভাদ্রে 'প্রণব পারিজাত', তারপর সন্ ১৩৭৩ বৈশাখে 'সনাতন-শাস্ত্রম্' এবং পরবৎসর (১৩৭৪) বৈশাখে 'সংস্কৃতভারতী' এই সংস্কৃত মাসিক-পত্রত্রয়ের প্রবর্তন করেন। 'সনাতন শাস্ত্রম্' মাসিক পত্রে মূল সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে প্রামাণ্য টীকাযোগে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশন দ্বারা তাঁর শাস্ত্রোদ্ধার-লীলা বা সংস্কৃতের বহুল প্রচারের এটি একটি অভিনব পদ্ধতি! অধিকন্তু ডুমুরদহে শ্রীব্রজনাথ চতুষ্পাঠী এবং কলকাতার শ্রীসীতারাম সংস্কৃত মহাবিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁর এই প্রয়াসের সাক্ষ্য দেয়। শাস্ত্র-প্রচারের জন্য 'সনাতন-শাস্ত্রম্ প্রকাশের পূর্বেই তাঁর উদ্যোগে এবং প্রবর্তনায় ১৩৬৯ সালের আষাঢ়ে রথযাত্রার শুভতিথি হতে 'আর্য্যশাস্ত্র' নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ ৩৯টি স্মৃতি-সংহিতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত প্রকাশিত হয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রাদেশিক সরকার সমর্থন করতঃ কিছু কিছু সাহায্য দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রের ধারক ও বাহক ভূদেব-মণ্ডলীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য, তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নানা স্থানে নানাভাবে নিয়ত প্রচেষ্টা করে গেছেন।

কিন্তু এই বাহ্য। তিনি সকলের আশ্রয়, সাধকের সাধ্য, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের নিয়ন্তা। পরমকারুণ্যে জীবকূলকে অভয়-অমৃত প্রদান করে বলেছেন- মা ভৈঃ।

আমাতে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই কল্পনা করিস্ না। আমি মৃণালতন্তুতে হস্তীবন্ধন করতে পারি আবার বারিবিন্দুতে পর্বত নিমজ্জিতও করতে পারি। আগে থেকে আমার কার্যকলাপের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ধন, জন, শরীর, মন অথবা অপরিশোধ্য ঋণের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হোস্ না। আমি তোদের প্রয়োজন মতো সকল ব্যবস্থা করে দেবো। আমি তোদেরই। আমায় ডাক্, কেবল ডাক্। তোদের সব দুঃখ দূর করে দেবো। মা ভৈঃ। মা ভৈঃ।

শিক্ষা ও দর্শন

একজন নাস্তিকের কাছে ঠাকুরের প্রথম কথা হল, ঈশ্বর আছেন। তাঁকে আমাদের এই সাদা চোখেই দেখা যায়, অনুভব ও স্পর্শ মেলে তাঁর, আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি; কারণ, তিনি যে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁর করুণায়, আশীর্বাদে সকলই সম্ভব হয়। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমরা সকলেই সুখের উৎস সন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আর ঠাকুরের শিক্ষার অভিনব বৈপ্লবিক পন্থাটি হল-সেই প্রকৃত সুখটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমরা শতসহস্র লক্ষ্যের পেছনে ছুটছি, আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে ছুটছি, কিন্তু যখন সেই লক্ষ্যবস্তুটি আমার হস্তগত হয় তখন ফিরে দেখি-এ তো আমি চাই নি। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে কী চাই সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও আমাদের নেই। না হলে এভাবে ব্যর্থ প্রয়াসে আমাদের জীবনগুলিকে নষ্ট করতাম না। আসলে আমরা যা কামনা করি তা হল সেই মহতের অনুভূতি, সেই অনির্বচনীয় ঈশ্বরানুগ্রহ।

দ্বিতীয় অভিনব তত্ত্বটি হল-যদি আমরা অবিরত আমাদের জিহ্বাকে নামরসে ডুবিয়ে রাখতে পারি তাহলে এই অতি ব্যস্ত পার্থিব জীবনেও মিলবে পরমতত্ত্বের দর্শন। কেবলমাত্র নাম কর। তাহলেই তুমি সেই উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছাতে পারবে যা খঋষিমুনিগণ ঐকান্তিক প্রার্থনা করে থাকেন। তোমার সংসার, সংসর্গ পরিত্যাগ করার যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি শুনো সন্ন্যাসী হবারও দরকার নেই। খেতে, শুতে, উঠতে, বস্তে যদি নাম করতে থাক, পূর্ণতা আপনিই আসবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

অপরাপর নামপ্রচারকগণের থেকে ঠাকুর স্বতন্ত্র কারণ তিনি নামাপরাধের সকল পাপ তুলে নিয়েছেন। শ্রদ্ধায়, অশ্রদ্ধায় যেমন করেই হোক্ শুধু নাম করে যেতে হবে। কারণ বস্তুশক্তি তার প্রভাব ফেলবেই, তা সে জড়ই হোক্ বা চেতন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিটি হল-নাইট্রিক অ্যাসিডে যদি অবহেলা করেও হাত পড়ে তো সে হাত পুড়বেই, এমনই তার ক্ষমতা। ঠিক তেমনি নামেরও অসীম ক্ষমতায় ক্রমশঃ মনের দুয়ার খুলবে আর তারপর এই নামই নাদ-জ্যোতির পথ দেখাবে। একবার এদের আবির্ভাব ঘটলে নাম আপনা-আপনিই চলে যাবে এবং তোমার মন হয় নাদ-জ্যোতিতে পরিপুরিত হয়ে থাকবে নয়তো মন নিজেই গলে যাবে। সাধনার নিষ্কর্ষই হল মনের মরণ, যে মন কিনা বন্ধনের অপর কারণ। এই কারণে ঠাকুরের দৃষ্টিতে নামই হল সকলপ্রকার পূর্ণতালাভের সরলতম উপায়। সাধনপথ হাজার, অনুভবের প্রকারভেদও হাজার হাজার; কিন্তু সকল পথই শেষ পর্যন্ত মেশে এক গন্তব্যে। সে গন্তব্য নাদ ও জ্যোতির।'অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স'-এর মতো শোনালেও, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক সুদূর হলেও ঠাকুরের শিক্ষার দু'টি মূল ধারা আছে। ঈশ্বরবোধে পিতামাতাকে পূজা করা সন্তানের ও পতিসেবাই পত্নীর একমাত্র ধর্ম। এবং তিনি বলেছেন যে এর দ্বারাই তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে। কারণ, পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানের ও পতিপ্রাণী স্ত্রীর অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নেই। এই সেবার মাধ্যমেই তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত নাদ-জ্যোতির দর্শন পেতে পারে। নামকীর্তন ও সেবাই অন্য সকল বিষয় থেকে মনকে টেনে এনে একাগ্র ও স্থির করবে এবং আনন্দরাজ্যে পৌঁছে দেবে।

বর্তমান ভারতের আধুনিকা ললনাদের উদ্দেশ্যে ঠাকুরের সতর্কবাণী যে, প্রাচীন ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে যাঁরা মূলতঃ উচ্ছৃঙ্খলতাকে বা নিয়মের উল্লঙ্ঘনকেই নিয়ম বলে মনে করেন তাঁদের জন্য বড় কষ্ট অপেক্ষা করে আছে এবং তাও তাদের নিজেদের দোষেই।

ঠাকুরের মতে, একজন মানুষের চরম চাওয়া ও পরম প্রাপ্তি হল সাক্ষাদ্ দর্শন, মানে মুখোমুখি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা আর পাঁচটা পার্থিব জিনিষের মতোই। এবং এই সাক্ষাদ্ দর্শন সম্ভব হলেই সর্বভূতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের মধ্যেই সবকিছুকে অনুভব করা যায়। একবার যদি তুমি ঈশ্বরের অনুভব লাভ কর, তখন তোমার সকল দেয় দায়-দায়িত্ব ঘুচবে কারণ, বাকি সমস্ত কিছুর ভার তো তখন তিনিই নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একইসঙ্গে সর্ববাদের সমর্থক ও নির্বাদ। সমস্ত বাদ যে পরতত্ত্ব ওঙ্কারের প্রকাশক, এই সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তিনি সমস্ত বাদকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন একটি বাদকে একমাত্র সত্য বা চরম সত্য বলে স্বীকার করেননি। সামগ্রিক সত্যকে তিনি সমগ্রতঃ প্রত্যক্ষ করেছেন, পূর্ণকে সম্পূর্ণতঃ লাভ করেছেন। তাই তাঁর সার্বভৌম দৃষ্টি। অধিকন্তু তিনি একটি নতুন বাদের প্রবক্তা। এক অভিনববাদের আদি আচার্য। অভিনব হলেও এই বাদ শাশ্বত।

ঠাকুরের মতে চরম সত্যটি হল প্রণব। কারণ সকল সৃষ্টির উৎস এই প্রণব, স্থিতি প্রণবে এবং লয়ও এই প্রণবেই। প্রণব যেমন একাধারে নির্গুণ, তেমনই সগুণও। নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ঈশ্বর। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে এই প্রণব দুইপ্রকার। তবে এই প্রকার ভেদগুলিও প্রণবেরই সার ও অনুভবগম্য। সূক্ষ্ম প্রণব হলেন ওঙ্কার আর স্থূল প্রণব 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রাকারে প্রকাশিত। স্থূল প্রণবে অধিকার সকলেরই কিন্তু সূক্ষ্ম প্রণব কেবলমাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষের। এই প্রণবই চরম প্রাপনীয় কিন্তু প্রথমে আমাদের নামকেই আশ্রয় করতে হয়, আশ্রয় করতে হয় মন্ত্রকে যা প্রণব থেকেই সৃষ্ট। তারপর ক্রমশঃ উত্তরণ ঘটাতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত মহতের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্বানুভবকে ভিত্তি করেই এক অভিনব দর্শনের কথা বলেছেন যা শাস্ত্র সমর্থিতও বটে। আমাদের অন্যান্য আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় যখন বলছেন যে প্রণব হল ব্রহ্মের প্রতীক বা বাচকমাত্র সেখানে ঠাকুরের মতটি হল এই প্রণবই ব্রহ্ম এবং তা বাচ্য-বাচক উভয়ই। এবং একথা তিনি তাঁর নিশ্চিত অনুভবকে সাক্ষ রেখেই বলছেন। ঠাকুরের দর্শনের অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্যই হল এই যে-তিনি যখন তাঁর দর্শন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন তা কখনও মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; আবার তাকে বুদ্ধির স্তরেও এনে বসানো যায় না, তা হল এমনই এক অপরোক্ষানুভূতি যা সকল শাস্ত্র, বেদ-সংহিতা, তন্ত্র-পুরাণ দ্বারা সমর্থিত এবং তিনি তাঁর গ্রন্থরাজিতে সেই সকল শাস্ত্রের সমর্থনও দেখিয়েছেন।

নির্বাদ শ্রীশ্রীঠাকুর এইভাবে এক অভিনব প্রণববাদ প্রচার করলেন। তাঁর এই বাদের একটি বিশেষত্ব সবিশেষ লক্ষণীয়। আচার্য শঙ্করের মতে, 'ব্রহ্মাস্মি' হল চরম অনুভূতি। কিন্তু ঠাকুরের মতে 'ব্রহ্মাস্মি' চরম অনুভূতি নয়-এর পরের অবস্থাও আছে, যখন 'ব্রহ্মাস্মি'-এর প্রকৃত উচ্চারণের বা স্মরণের সামর্থ্য পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। এই অবস্থা কখন আসে? পরতত্ত্ব ওস্কার লাভকরলে, পরতত্ত্ব ওস্কার আত্মসাৎ করলে এই অবস্থা স্বতঃই উপস্থিত হয়। তখন ওঙ্কার উচ্চারণ বা স্মরণও সম্ভবপর হয় না। আর এই হল যথার্থ অদ্বৈতে স্থিতি! কারণ ব্রহ্মাস্মি অনুভূতিতেও দ্বৈতের আভাস আছে। অহং এবং ব্রহ্ম, এই দ্বৈত যেখানে বর্তমান, সেখানে অদ্বৈত কোথায়? ঠাকুর তাই প্রপন্ন পথিক-এর ২য় খণ্ডে বলেছেন, চরম অনুভূতি-হয় ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্মা নর অস্মি... অস্মি..অস্মি। অথবা কখনও ব্রহ্ম... ব্রহ্ম...ব্রহ্মা... আবার কখনও অগ্নি... অস্মি... অস্মি।

এই সবই তাঁর ধর্ম-সংস্থাপন লীলার অঙ্গ। শ্রীভগবানের সেই সুপরিচিত প্রতিশ্রুতি

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এই প্রতিশ্রুতির পরিপালনের জন্য যাঁর মহাবতরণ তাঁর লীলার পরিচয় দেবে কে! জগৎ-কল্যাণের এই প্রকট বিগ্রহের মাত্র দর্শনে জীব-নিবহের জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। অতএব শুধু তাঁর স্থিতিই অখণ্ড জগৎ কল্যাণের একমাত্র নিদান।

উৎস সূত্র: কিঙ্কর ভূমানন্দদেবের রচনাসমূহ।

ট্রাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা, সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ভাইয়ের মৃত্যু, গুরুতর আহত দিদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: ট্রাক্টরের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু ভাইয়ের। গুরুতর আহত দিদি। ভাইকে সাইকেলে বসিয়ে আঁকার ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছিল দিদি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে তারকেশ্বর বালিগোড়ি-২ পঞ্চায়েতের মনোহরপুর এলাকায়। মৃতের নাম সায়ন প্রধান (৭)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিদি দীপ্তি প্রধানের (১০) সঙ্গে সাইকেলে চেপে মির্জাপুরে আঁকার ক্লাসে যাচ্ছিল। সায়নের বাড়ি বালিগোড়ি-১ গ্রামপঞ্চায়েতের বল্লভিপুর এলাকায়। সেই সময় মনোহরপুর এলাকায় একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ছিটকে পড়ে যায় ভাই-বোন। মাথায় চোট লাগে সায়নের, আহত হয় দিদিও। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দুই ভাই-বোনকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা সায়নকে মৃত ঘোষণা করে। দিদি দীপ্তি প্রধান আহত অবস্থায় তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ট্রাক্টর চালককে আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। স্থানীয় ব্যক্তি কেদারনাথ পাত্র বলেন, দুই ভাই-বোন আঁকার ক্লাসে যাচ্ছিল, রক্তাক্ত অবস্থায় দুই ভাই-বোনকে বাইকে করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। ট্রাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই ঘটনা ঘটেছে। এ দিকে গ্রামের রাস্তা দিয়ে বড় বড় গাড়ি ঢোকা নিয়ে সরব হয়েছেন শাসক দলের নেতা। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় বুথ সভাপতি শেখ শহিদ আলি জানান, গ্রামের এই রাস্তায় প্রচুর গাড়ির চাপ। বড় বড় গাড়ি গ্রামের রাস্তায় ঢোকা বন্ধ করার জন্য পঞ্চায়েতকে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গাড়ির চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে এগিয়ে বাঁকুড়া, তদন্ত ও শাস্তির দাবিতে সিপিএম এর পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে এগিয়ে বাঁকুড়া এমনই অভিযোগ করে দ্রুত এই দুর্নীতির তদন্ত করে এর সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে শাস্তির দাবিতে পোস্টার দিল সিপিএম। কোন নেতার সুপারিশে কতজনের চাকরি হয়েছে তার তথ্য তুলে ধরে বাঁকুড়ার রানিবাঁধের বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টার দেয় সিপিএম। সিপিএম এর এই পোস্টারকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। পাল্টা সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে সম্প্রতি সিবিআই জানতে পারে প্রভাবশালীদের সুপারিশে রাজ্যে ৩২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন। সিবিআই এর হাতে আসা তালিকায় দেখা যাচ্ছে রাজ্যে সর্বাধিক সংখ্যক চাকরি হয়েছে রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী তথা বর্তমানে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান শ্যামল সাঁতরার সুপারিশে। তাঁর সুপারিশে চাকরি পেয়েছেন মোট ২২ জন। সিবিআই এর হাতে আসা সুপারিশের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই তালিকা তুলে ধরে রানিবাঁধে পোস্টার দেয় সিপিএম। পোস্টারে উল্লেখ করা হয় দুর্নীতিতেও এগিয়ে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা। অবিলম্বে গোটা ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়। পোস্টারের সমর্থনে সিপিএম নেতৃত্ব দাবি করেন যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে তাতে বঞ্চিত হয়েছেন অসংখ্য শিক্ষিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। তাই অবিলম্বে তার তদন্ত শেষ করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এদিকে সিপিএম এর তরফে পোস্টার দিতেই পাল্টা সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন চুরি করেছে। তাই তারা তৃণমূলকে চোর চোর বললেও তাতে কিছু যায় আসে না। তৃণমূল সততার প্রতীক। তারপরেও অভিযোগ উঠলে নিশ্চিতভাবে আদালত তার বিচার করবে।

ছোট গাড়ির স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীদের নয়া সংগঠন তৈরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজারে কাওয়ারী মার্কেটে চোরাই গাড়ি কেনাবেচার ঘটনা ও বেআইনিভাবে গাড়ির চেচিস পানচিং করার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। পুলিশের ধরপাকড় শুরু হতেই ছোট গাড়ির স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীরা স্ক্র্যাপ ব্যবসার সংগঠন থেকে সরে এসে কয়েক দিন আগে আলাদা সংগঠন তৈরির দাবি নিয়ে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারস্থ হয়েছিল। এবার এই বিষয়ে পুলিশের সহায়তা চেয়ে এক গুচ্ছ দাবি নিয়ে রবিবার দুপুরে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন কয়েকশো ছোট গাড়ির ও স্ক্র্যাপ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। এদিন প্রায় ৫ জনের একটি দল কাঁকসা থানায় কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে তাদের দাবি দাওয়া পেশ করেন। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছিল, কাঁকসা থানার পুলিশ তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে। মূলত গত কয়েকদিন আগে কাঁকসায় বেআইনিভাবে গাড়ির চেচিস নম্বর পানচিং করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে ৩ জন। আটক হয় ২টি লরি। পরে ধারাবাহিকভাবে পরে আরও দুটি লরি আটক করা হয়। এই ঘটনার জেরে পানাগড় বাজারের বদনাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। যার কারণে সমস্যায় পড়ে ছোট গাড়ির স্ক্র্যাপ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায় ভাটা পড়তে থাকে দিনের পর দিন। বড় গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা চুরি ও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাদের জন্য ছোট গাড়ির ব্যবসায়ীরাও বদনাম হচ্ছে বলে দাবি তোলেন তারা। তার পরেই ছোট গাড়ির ব্যবসায়ীরা সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা সংগঠন তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আইটিসি লিমিটেডের শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) নম্বর(গুলি) 173558, যা 210টি সাধারণ শেয়ারের জন্য এবং যার স্বতন্ত্র নম্বর(গুলি) 3875468887-3875469096, বিনোদ কুমার লাখার নামে নিবন্ধিত, তা হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদন কোম্পানির ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টার, আইটিসি লিমিটেড, 37, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা – 700071 ঠিকানায় দাখিল করা হয়েছে। যদি এই ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকে, তবে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাতে হবে। সাধারণ জনগণকে এই শেয়ারগুলির সাথে কোনো লেনদেন করা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা সমীপে

লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ এক্ট, ২০০৮ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ এ্যাক্ট, ২০০৯ এর রুল ১৭ লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ এক্ট, ২০০৮ এর সেকশন ১৩(৩) এবং এভারনিউ প্রমোটার্স এলএলপি যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- ৪, চৌরঙ্গী লেন ফ্লোর ৬, ব্লক-৩ এবং ৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬।

....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এলএলপি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ এক্ট, ২০০৮ এর সেকশন ১৩ (৩) এর অধীনে **"পশ্চিমবঙ্গ"** রাজ্য থেকে **"হরিয়ানা"** রাজ্যে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে কোম্পানির নিবন্ধকের কাছে একটি পিটিশন করার প্রস্তাব করেছে।

এলএলপি-এর রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রেজিস্ট্রর অফ কোম্পানিজ, কলকাতা সমীপে এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ২১ (একুশ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে উপরেবর্ণিত ঠিকানায়।

এভারনিউ প্রমোটার্স এলএলপি -এর পক্ষে পক্ষে ও জন্যে

স্থান: কলকাতা স্বা/-
তারিখ: ১৭.০২.২০২৫ অজয় আগরওয়াল (মনোনীত অংশীদার)

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা — কাকদ্বীপ শাখা

'ললিত ভিলা' গ্রাম+ পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা- কাকদ্বীপ, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন-৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি: kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৬.১১.২০১১** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী দীপঙ্কর মাইতি এবং গ্যারান্টার শ্রী রাধা কৃষ্ণ মাইতি গ্রাম খাস রামকরচর পোস্ট খাস রামকারচর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭৩-কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত ৩৫,০৬,৭২৫/- টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র)** ০৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি অনাদায়ী সুদ, চার্জ সহ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত এক্ট এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩৫,০৬,৭২৫/- টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র)** ০৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি অনাদায়ী সুদ, চার্জ সহ বকেয়া টাকা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

একটি একতলা আবাসিক ভবন সহ ৮ ডেসিমেল বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা খাস রামকরচর জে.এল. নং ২৮-এর সাথে সংযুক্ত, আর.এস. প্লট নং ১৭৩২, সংশ্লিষ্ট এল.আর. প্লট নং ৩৫৮১ (বর্তমান জমির স্বত্বাধিকারী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মাইতির অনুকূলে রেকর্ডকৃত), আর.এস. খতিয়ান নং ৫২৭ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৫৯, থানা সাগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা এবং যৌথ এস.আর. অফিস-কাকদ্বীপ এবং রুদ্রনগর জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে, রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: দীপঙ্কর মাইতির জমি, **দক্ষিণ:** দেবাশিস মাইতির জমি, **পূর্ব:** দীপঙ্কর মাইতির জমি, **পশ্চিম:** গ্রাম সড়ক,

তারিখ: ১০.০২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২০.০২.২০১৬ তারিখে একটি **ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতা- মেসার্স রুম্পা ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), স্বত্বাধিকারী- রিয়াজুল মোল্লা,** ঠিকানা- গ্রাম- ফুলতলা, পোস্ট- পিয়ালী টাউন, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪ এবং গ্রাম - ফুলতলা, পোস্ট- পিয়ালী টাউন, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪, আমাদের সুবুদ্ধিপুর শাখায় যাদের লোন অ্যাকাউন্ট আছে - কে **৩,৫৩,৫৭৪.০০ টাকা** (তিন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ৩১.১২.২০১৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে দখল নিয়েছেন।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ৩,৫৩,৫৭৪.০০ টাকা (তিন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ৩১.১২.২০১৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক , সুবুদ্ধিপুর শাখার চার্জ সাপেক্ষ হবে ।
" আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধককৃত সম্পদ : রিয়াজুল মোল্লার নামে বারুইপুর রামনগর- ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা - সীতাকুন্ডু, জে এল নং ১০৮, আর.এস. দাগ নং ২০৮৩,আরএস খতিয়ান নং ৮১০, খতিয়ান নং ২৫৩৫, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বাস্তু শ্রেনীর ৬.৫ ডেসিমেল জমি স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **চৌহদ্দি: উত্তর:** গোলাম আলী মোল্লার সম্পত্তি, **দক্ষিণ:** সিরাজুল মোল্লার সম্পত্তি, **পূর্ব:** আবু হাসেন মোল্লার সম্পত্তি, **পশ্চিম:** পাবলিক রোড দ্বারা।

তারিখ: ১৪.০২.২০২৫, অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য: ১৪.০২.২০২৫ তারিখের এই নোটিশ জারির আগে সারফেইসি এক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে জারি করা সমস্ত নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হল।

SBI — এসবিআই ফুলিয়া শাখা (০২০৫৭)

ফুলিয়া, থানা: শান্তিপুর, জেলা: নদীয়া, ইমেল: sbi.02057@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: ধীরাজ কুমার দুবে, মোবাইল: ৮০০১১৯৩১০৩, ই-মেইল আইডি: sbi.02057@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) ও রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **প্রতীকী দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিরুদ্ধে যথাক্রমে বিস্তারিত) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৩.২০২৫, সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধককৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য ইএমডি ১০ বিড বৃদ্ধির পরিমান
১.	ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী পলাশ দেব,** পিতা- শ্রী সুবোধ চন্দ্র দেব, নাবলা বেলেমাঠ, পোস্ট অফিস-ফুলিয়া বেলেমাঠ, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া। পিন-৭৪১৪০২, এবং গৃহঋণের সহ-ঋণগ্রহীতা। **মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউসের জামিনদার এবং হোমলোনের ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী রিনা দেব,** স্বামী- শ্রী পলাশ দেব, নাবলা বেলেমাঠ, পোস্ট অফিস-ফুলিয়া বেলেমাঠ, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া। পিন-৭৪১৪০২	**সম্পত্তির বিবরণ:** **০১. নং সম্পত্তির বিবরণ** জমি ও ভবনের পরিমাপ ০২.৪৭৫ শতক । শ্রীমতী রিনা দেব, স্বামী- শ্রী পলাশ দেব এর অনুকূলে, খতিয়ান নং- আর.এস-১১৭১, এল.আর-১৪৬২, দাগ (প্লট) নং আর.এস এবং এল.আর-৪৭১, মৌজা- ৭৩, উদয়পুর, দলিল নং-আই-৫৭১২ তারিখ- ১২/১২/২০১২। **০২. নং সম্পত্তির বিবরণ** জমি ও ভবনের পরিমাপ ৫ ডেসিমেল। শ্রীমতী রিনা দেব, স্বামী-শ্রী পলাশ দেব এর অনুকূলে, খতিয়ান নং- আর.এস- ১১৬৬ এবং ১১৭১, এল.আর-১৪৬২,১৪৬৮, (রেকর্ড এলআর নং ২৪৬২ অনুসারে) সাবেক-৪৫১, দাগ (প্লট) নং আর.এস এবং এল.আর-৪৭১, ৪৭১/১৪২২, মৌজা- ৭৩, উদয়পুর, দলিল নং-আই-২৬১৭ তারিখ- ২০/০৭/২০০৫ **০৩. নং সম্পত্তির বিবরণ** জমি ও ভবনের পরিমাপ ৪ ডেসিমেল। শ্রীমতী রিনা দেব, স্বামী-শ্রী পলাশ দেব এর অনুকূলে, খতিয়ান নং- আর.এস- ১১৬৬, এল.আর-৮৯৪, (রেকর্ড এল.আর নং ২৪৬২ অনুসারে), সাবেক ৪৫১. দাগ (প্লট) নং আর.এস এবং এল.আর-৪৭১, ৪৭১/১৪২২, মৌজা- ৭৩, উদয়পুর, দলিল নং-আই-২৬১৮ সাল ২০০৫	৫০,৫৫,৩৯৬.০০ টাকা (সি.সি.) + ১২,৪০,৮৩৩.০০ টাকা (এফএইটিএল) **মোট = ৬২,৯৬,২২৯.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো উনত্রিশ টাকা মাত্র) ২৮/০৫/২০২৪ অনুযায়ী এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ।	৮৫,৮৩,০০০/- টাকা ৮,৫৮,৩০০/- টাকা ২০,০০০/- টাকা **পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ১৮.০৩.২০২৫ এবং সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত।**

দখলের ধরণ: প্রতীকী

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.স্থ্.ত্বদ্র: এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com দেখুন ।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন ।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে বিস্তারিত শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

তারিখ: ১৭.০২.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: ফুলিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭, ফোন নং: (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭২৫; মোবাইল নং: ৭০০৪২৮৬৩৬০ / ৮০৯৩০৩২৮০৫
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী- ৪, [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে ।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি অনুযায়ী পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা - প্রয়াত স্বরূপ মুখার্জির আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং প্রয়াত সমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের আইনি উত্তরাধিকারী ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০১৯৮৩১ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২৭৯৫৫	১) ৩০-১১-২০২৪ ২) ১৪.০২.২০২৫ ৩) ৮,৫৩,২৯৩/- টাকা (আট লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো তিরানব্বই টাকা মাত্র) ১০-১০-২০২৪ অনুযায়ী এবং ১১-১০-২০২৪ তারিখ থেকে তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধক, মৌজা-মহল, থানা- পদবেশ্বর, মহকুমা ও উপ-বিভাগ এবং উপ-রেজিস্ট্রি অফিস, রাণীগঞ্জ, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান-এর মধ্যে অবস্থিত, এলআর খতিয়ান নং ১১৮৫ পরবর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৫০-এর অধীনে ০.১০ একরের সমতুল্য ৬ কাঠা পরিমাণের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । সম্পত্তিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার অধীনে। **সম্পত্তিটির নিম্নলিখিত অনুযায়ী চৌহদ্দি:** উত্তরে-আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৯৯, দক্ষিণে- আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৩৯৯, পূর্বে - আর.এস. এবং এল.আর প্লট নং ৩৯৯.-এর জমি, পশ্চিমে - ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা।
২.	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা , শ্রীমতি শুক্লা দে এবং শ্রী তন্ময় সাহা ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০২৪৯৩০ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২৫২৩০	১) ২৮-১০-২০২৪ ২) ১৪.০২.২০২৫ ৩) ১১,৫৫,১৫৫.৫০/- টাকা (এগারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশো পঞ্চান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ০৮-০৬-২০২৪ অনুযায়ী এবং ১০-০৫-২০২৪ তারিখ থেকে তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধক, ৪৬২ বর্গফুট এলাকা বিশিষ্ট ৪র্থ ফ্লোরে ব্লক ডি-তে 'ডি' নম্বরে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পুবাশা অ্যাপার্টমেন্টে যার আচ্ছাদিত এলাকা ৪৬২ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৫৫৪ বর্গফুট, প্লট নং ৩১৪১,৩১৪১/৫৩৬৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৬৭৬, ৮৬৭৭, ৮৬৭৮, জে.এল. নং ৫৩, মৌজা - নলহাটি, থানা রামপুরহাট, জেলা বীরভূমে ১০.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত।
৩.	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা- শ্রী চিরদীপ দত্ত এবং শ্রীমতী সুস্মিতা দত্ত ২) ৩৫৮৬৭৫১০০০০০৫৫০, ০২৫৬৬৭৫১০০০১১৪৬৮ এবং ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৭০৫৪	১) ৩০-নভেম্বর-২০২৪ ২) ১৪.০২.২০২৫ ৩) ১৩, ১৫, ৪৭৭. ৭৬ টাকা (তেরো লক্ষ পনের হাজার চারশো সাতাত্তর টাকা ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ১৪-০৮-২০২৪ অনুযায়ী প্রদেয় এবং এবং ১০-০৮-২০২৪ তারিখ থেকে তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ	৬ কাঠা ৪১২ বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা-আসানসোল জে.এল.-৩৫, প্লট নং-আর.এস.১৩৪, খ. নং-আর.এস.২১৭, পৌরসভা- আসানসোল পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং-১৯, থানা-আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা-বর্ধমান, শৈল অ্যাপার্টমেন্টে ৮৫০ বর্গফুট পরিমাপের ৩য় ফ্লোরে ডি-৩ নম্বর স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যার পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা যার মধ্যে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, সমস্ত ফিটিং সহ একটি বারান্দা, ফিক্সচার সংযোগ ইত্যাদি রয়েছে এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২০ বর্গফুট পরিমাপের দুই চাকার গাড়ি পার্কিং স্পেস রয়েছে এবং সেইসঙ্গে গণনাকৃত ফ্ল্যাটের অবিভক্ত আনুপাতিক জমির শেয়ার অন্তর্ভুক্ত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- শ্রী চাকির বাড়ি, দক্ষিণে-শ্রী ভট্টাচার্যের বাড়ি, পূর্বে- শ্রী ভদ্রের বাড়ি, পশ্চিমে- ৩০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা।

তারিখ: ১৭.০২.২০২৫, স্থান: কলকাতা স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE) — বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক

৪৮, নয়া সড়ক রোড, পোস্ট- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২১০১, ইমেইল: romsd@bgvbco.in
ফোন নং- ০৩৪৮২-২৭৪৪২০/২৫০৪৬৫

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪ {রুল ৮(১)}

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/গণ) এবং জামিনদার/গণকে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগকে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) সঙ্গে পঠিত উক্ত রুলের রুল ৯-এর অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ ও চার্জ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন ৮-এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

ক্র.নং., শাখার নাম, ফোন নং, ই-মেইল	অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী জামিনদার এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বর্ণনা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবির পরিমাণ
(১) সরগাছী শাখা মোঃ- ৯০৪৬০০৭২৮০ ই-মেইল: bmsgc@bgvbank.co.in	**শ্রী অসীম সাহা,** পিতা- শঙ্কর সাহা, গ্রাম ও পোস্ট অফিস- মহুল, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪, **ঋণগ্রহীতা**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।			(১) ১০.০৭.২০২৪ (২) ১১.০২.২০২৫ (৩) ₹ ৩,২৯,০৪২.৫১ (**তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার বিয়াল্লিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র**) শুধুমাত্র ০৬.০২.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ।
		প্লট/দাগ নং	এলআর: ১৪৯৫	এলআর: ১৪৯৫	
		খতিয়ান নং :	এলআর: ৪৬৪	এলআর: ৫৫০৭	
		জেএল নং :	৩	৩	
		মৌজা	মহুলা	মহুলা	
		ব্লক	বেলডাঙ্গা-১	বেলডাঙ্গা-১	
		থানা	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	০.৫ ডেসিমেল	০.৫ ডেসিমেল	
		শ্রেণীবিভাগ	বাড়ি	বাড়ি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম ও পোস্ট- মাহুলা থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪	গ্রাম ও পোস্ট- মাহুলা থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪	
		সীমানা :	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে	
		উত্তর:	কিঙ্কর সাহা	কিঙ্কর সাহার বাড়ি	
		দক্ষিণ:	১০ ফুট কাঁচা রাস্তা	১০ ফুট কাঁচা রাস্তা	
		পূর্ব:	কিঙ্কর সাহা	কিঙ্কর সাহার বাড়ি	
		পশ্চিম:	আরতি সাহা	আরতি সাহার বাড়ি	
(২) বহরমপুর শাখা মোঃ- ৯০৪৬০০৭২২৯ ই-মেইল: bmbhp@bgvbank.co.in	**১. মিসেস হামিদা খাতুন বিবি,** স্বামী- জাহাঙ্গীর কবির মন্ডল, গ্রাম- জমিদারি পূর্ব, পিন- ৭৪২১০১, **ঋণগ্রহীতা,** **২. মিসেস আনজুমারা বেগম @ চামিলি বিবি,** পিতা- হামিদুল হক, স্বামী- জমিদারি পূর্ব, পিন- বর্ধমান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, **ঋণগ্রহীতা।** **৩. জনাব জাহাঙ্গীর কবির** মণ্ডল, পিতা- গ্রাম- জমিদারী পূর্ব, পোস্ট এবং থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, **জামিনদার।**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।			(১) ২০.১২.২০২৩ (২) ১৫.০২.২০২৫ (৩) ₹ ২২,৩৬,১০৫.০০ (**বাইশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশো পাঁচ টাকা**) শুধুমাত্র ০১.০২.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ।
		প্লট/দাগ নং	এলআর: ৩২১	এলআর: ৩২১	
		খতিয়ান নং :	এলআর: ৩২৮৬ এবং ৩২৮৭	এলআর: ৩২৮৬ এবং ৩২৮৭	
		জেএল নং :	৮৯	৮৯	
		মৌজা	অযোধ্যানগর	অযোধ্যানগর	
		ব্লক	বহরমপুর সদর	বহরমপুর সদর	
		থানা	বহরমপুর	বহরমপুর	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	৫.০০ ডেসিমেল	৫.০০ ডেসিমেল	
		শ্রেণীবিভাগ	বাড়ি	বাড়ি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- জামিদারি পূর্ব, পোস্ট ও থানা- বহরমপুর জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১	গ্রাম- জামিদারি পূর্ব, পোস্ট ও থানা- বহরমপুর জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১	
		সীমানা :	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে	
		উত্তর:	তারক সাহা	খোরসেদ আলম	
		দক্ষিণ:	রাস্তা	মেটাল রোড	
		পূর্ব:	গোলাম কাদের	আব্দুল কাদের	
		পশ্চিম:	খুকুরানী বিবি	হামিদা বিবি	
(৩) মির্জাপুর শাখা মোঃ- ৯০৪৬০০৭২৫৫ ই-মেইল: bmmrz@bgvbank.co.in	**১. মেসার্স ইব্রাহিম এগ সেন্টার, স্বত্বাধিকারী- সাবিরুল মল্লিক,** গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্ট- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৩, **ঋণগ্রহীতা,** **২. সাবিরুল মল্লিক,** পিতা- রাফিকুল মল্লিক, গ্রাম- মির্জাপুর (খাগরুপড়া), পোস্ট- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৯, **ঋণগ্রহীতা,** **৩. নবীয়ান মল্লিক,** স্বামী- রাফিকুল মল্লিক, গ্রাম- মির্জাপুর (খাগরুপড়া), পোস্ট- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৯, **জামিনদার**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।			(১) ০৫.০৭.২০২৪ (২) ১১.০২.২০২৫ (৩) ₹ ১০,৯০,১৭১.০০ (**দশ লক্ষ নব্বই হাজার একশো একাত্তর টাকা**) শুধুমাত্র ০৬.০২.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ।
		প্লট/দাগ নং	আরএস: ৬৪২৫, এলআর: ৭৫১১	এলআর: ৭৫১১	
		খতিয়ান নং :	আরএস: ৬৭৭০ এবং ৬৭৭৩, এলআর: ১৯২২৪	এলআর: ১৬৪১৩ এবং ১৯৭৬০	
		জেএল নং :	৬৪	৬৪	
		মৌজা	মির্জাপুর	মির্জাপুর	
		ব্লক	বেলডাঙ্গা-১	বেলডাঙ্গা-১	
		থানা	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	৩.৩৩ ডেসিমেল	৩.৩৩ ডেসিমেল	
		শ্রেণীবিভাগ	ভিটি	ভিটি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- মির্জাপুর (খাগরুপাড়া), পোস্ট- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৯	গ্রাম- মির্জাপুর (খাগরুপাড়া), পোস্ট- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৯	
		সীমানা: উত্তর: সাকিরুল মল্লিকের সম্পত্তি। **দক্ষিণ:** রাস্তা। **পূর্ব:** আবু বক্কর মল্লিকের সম্পত্তি। **পশ্চিম:** আজিজ মল্লিকের সম্পত্তি।			
(৪) বহরমপুর শাখা মোঃ- ৯০৪৬০০৭২২৯ ই-মেইল: bmbhp@bgvbank.co.in	**১. জনাব পিয়ারুল শেখ,** পিতা- আনিসুর রহমান, গ্রাম ও পোস্ট- সুন্দিপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, **ঋণগ্রহীতা,** **২. মিসেস খাদিজা বিবি,** স্বামী- পিয়ারুল শেখ, গ্রাম ও পোস্ট- সুন্দিপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, **জামিনদার,** **৩. জনাব ফরহাদ হোসেন,** পিতা- জয়নাল আবেদীন, গ্রাম ও পোস্ট- সুন্দিপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ , পিন- ৭৪২১০১, জামিনদার,	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।			(১) ২০.১২.২০২৩ (২) ১৫.০২.২০২৫ (৩) ₹ ২৪,১৬,৫৬৪.৩৪ (**চব্বিশ লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশো চৌষট্টি টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা**) শুধুমাত্র ১৪.০২.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ।
		প্লট/দাগ নং	এলআর: ১২২৯	এলআর: ১২২৯	
		খতিয়ান নং :	এলআর: ২৪৫১	এলআর: ২৪৫১	
		জেএল নং :	৬৯	৬৯	
		মৌজা	সুন্দিপুর	সুন্দিপুর	
		ব্লক	বহরমপুর সদর	বহরমপুর সদর	
		থানা	বহরমপুর	বহরমপুর	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	০.০৩৩৩ একর	০.০৩৩৩ একর	
		শ্রেণীবিভাগ	বাড়ি	বাড়ি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- বহালনগর, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬	গ্রাম- বহালনগর, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬	
		সীমানা :	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে	
		উত্তর:	কাঁচা রাস্তা	পুকুর	
		দক্ষিণ:	মরজেম শেখ	রাস্তা	
		পূর্ব:	নিজস্ব জমি	শুকুরউদ্দিন শেখের বাড়ি	
		পশ্চিম:	কাঁচা রাস্তা	জানেদ আলীর গোয়ালঘর	
(৫) বাজারপাড়া শাখা মোঃ- ৯০৪৬০০৭২২৭ ই-মেইল: bmbaz@bgvbank.co.in	**১. সামিরুল ইসলাম,** পিতা- প্রয়াত জামাল সেখ, গ্রাম- উত্তর সাহাজাদপুর, পোস্ট- সাজাদপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭, **ঋণগ্রহীতা,** **২. সিরিন ইয়াসমিন খাতুন,** স্বামী- সামিরুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর সাহাজাদপুর, পোস্ট- সাজাদপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭, **ঋণগ্রহীতা,** **৩. সাকিল ইসলাম,** পিতা- সামিরুল ইসলাম গ্রাম- উত্তর সাহাজাদপুর, পোস্ট- সাজাদপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭, **জামিনদার**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।			(১) ১০.০৭.২০২৪ (২) ১১.০২.২০২৫ (৩) ₹ ২,১৪,১৯৫.০০ (**দুই চৌদ্দ হাজার একশো পঁচানব্বই টাকা**) শুধুমাত্র ৩০.০১.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ।
		প্লট/দাগ নং	আরএস:১৯৯৯,২০০০,১৯৯৬, এলআর:২৮৮২,২৮৮৩	এলআর: ২৮৮২,২৮৮৩	
		খতিয়ান নং :	এলআর: ৮১৯	এলআর: ৫৯০৮	
		জেএল নং :	২৪	২৪	
		মৌজা	সাহাজাদপুর	সাহাজাদপুর	
		ব্লক	বহরমপুর	বহরমপুর	
		থানা	বহরমপুর	বহরমপুর	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	২.৪৬১ ডেসিমেল	০.০২৪৭ ডেসিমেল	
		শ্রেণীবিভাগ	বাড়ি ও ভিটি	বাড়ি ও ভিটি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- উত্তর সাহাজাদপুর পোস্ট- সাহাজাদপুর থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭	গ্রাম- উত্তর সাহাজাদপুর পোস্ট- সাহাজাদপুর থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭	
		সীমানা :	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে	
		উত্তর:	সিরাজ সেখ	সিরাজ সেখ	
		দক্ষিণ:	নাসিরুদ্দিন সেখের পুকুর	নাসিরুদ্দিন সেখের পুকুর	
		পূর্ব:	আখের আলী	নিজস্ব জমি	
		পশ্চিম:	রুফাত সেখ	রুফাত সেখ	

নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এন্ড এন্ড রিকভারি অফ ডেট ল'স(সংশোধিত মত) এক্ট ,২০০৪ এর সংশোধিত মত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি এক্ট, ২০০২) -এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

তারিখ: ১৭.০২.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: মুর্শিদাবাদ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক অফিস

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ নির্দল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার অভিযোগ নির্দল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মহিলা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রাখি রায় নামে এক মহিলা অভিযোগ তোলেন তার সঙ্গে দীর্ঘ এক বছর ধরে সম্পর্কে লিপ্ত ছিল নির্দল কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস। কিন্তু বর্তমানে তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না। তার কোনও খোঁজ নিচ্ছে না। রবিবার রাখি রায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে চিরঞ্জিত বিশ্বাসের বাড়ির সামনে। তিনি চিরঞ্জিত বিশ্বাসের শাস্তির দাবি তোলেন। তার অভিযোগ, চিরঞ্জিত বিশ্বাস তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবহার করেছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনগাঁ থানার পুলিশ। মহিলাকে থানায় অভিযোগ জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে অভিযোগকারী মহিলারা রাখি রায় বলেন, চিরঞ্জিত বিশ্বাস দীর্ঘ এক বছর ধরে তার সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। তার প্রলোভনে সে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় ভাড়াবাড়িতে এসে থাকেন। কিন্তু সাম্প্রতিক চিরঞ্জিত বিশ্বাস তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না, তিনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তাকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেছেন শাসকদলের নাম ভাঙিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে চিরঞ্জিত বিশ্বাস। যদিও রাখির সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস। তিনি জানিয়েছেন, মহিলা পুরোপুরি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। তার সঙ্গে ওই মহিলার ছবি আছে সে প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন এখন এআই এর মাধ্যমে ছবি করা যায়। বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল একটি ছবি দেখিয়ে জানিয়েছেন চিরঞ্জিত বিশ্বাসের মাথার উপরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হাত রয়েছে সেই কারণে পুলিশ তাকে ধরছে না। চিরঞ্জিত বিশ্বাস তৃণমূল করে। যদিও চিরঞ্জিত বিশ্বাস নির্দল কাউন্সিলর দাবি করেছেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস।

দত্তপুকুর খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের ১২ দিনের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দত্তপুকুর থানার বামানগাছির বাজিতপুরে চাষের জমি থেকে মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার হয়, সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ জলিল গাজীকে রবিবার বারাসাত আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। তবে এখনও মৃতদেহের মাথা উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ জলিলকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে সেই কাটা মুণ্ডুর উদ্ধার করবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হজরত লস্করের কাটা মুণ্ডুটি এলাকাতেই আছে। খুনের পরের দিন ভোরে জম্মু-কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে সে বামনগাছি স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী লোকাল ট্রেনে ওঠে। ট্রেনে ওঠার আগেই সে মুণ্ডুটি কোথাও ফেলেছে। জলিলকে হেপাজতে নিয়েই সেই কাটা মুণ্ডুর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। হজরতকে খুনের পরেই সে বামনগাছি থেকে শিয়ালদা সেখান থেকে কলকাতা স্টেশনে যায়। সেখান থেকে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে জম্মু-কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানের সাম্বা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় জলিলকে। ৭ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে শনিবার বিকেলে পুলিশ তাকে নিয়ে আসে দত্তপুকুর থানায়। রবিবার জলিলকে বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হল। পাশাপাশি এর আগে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ওবাইদুল এবং পূজা দাস তাদেরও এদিন বারাসাত আদালতে তোলা

হলে ওবাইদুলকে ৩ দিনের পুলিশ হেপাজত ও পূজা দাসকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে হজরত খুনে জলিলই হাঁসুয়া দিয়ে দেহ থেকে মুণ্ডুটি আলাদা করে দিয়েছিল। এরপরেই ভোর রাতের দিকে মাথাটি নিয়ে সে বেরিয়ে যায় বামনগাছি স্টেশন উদ্দেশ্যে। সেই মুণ্ডুটির খোঁজ দিতে পারবে। তবে, জলিল মূলত বাংলাদের বাসিন্দা। সেখানে একাধিক অপরাধ, খুন করার পর এদেশে পালিয়ে এসে হজরত লস্কর, ওবাইদুল গাজী সহ অন্যান্যদের নিয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, টাকা নিয়ে খুনের কাজ করত।

নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের বেশ কয়েকটি অংশে ফাটল, তদন্তের নির্দেশ জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকার জাতীয় সড়কে যানজট সমাধানে তৈরি করা হয়েছে একটি উড়ালপুল। যদিও নির্মীয়মাণ সেই উড়ালপুল এখনো উদ্বোধন হয়নি। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরের এই নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের বেশ কয়েকটি অংশে ফাটল ধরেছে বলেই অভিযোগ তুলে সোচ্চার হলেন মালদা জেলা পরিষদের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য চুমকি দাস। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে চুমকিদেবী জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদা জেলা শাসক নীতির সিংহানিয়া। উল্লেখ্য, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে চাঁচলগামী ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে তুলসিহাটার কাছে নির্মাণ হয়েছে উড়ালপুল। এদিকে উদ্বোধনের আগেই উড়ালপুলে একাধিক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশে রাস্তা দিয়েই চলছে যান চলাচল। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয় কংগ্রেসের জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য চুমকি দাস

জানিয়েছেন, ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে তুলসিহাটার কাছে এই উড়ালপুলটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনো সেটি উদ্বোধন হয়নি। অথচ এই নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের বেশ কয়েকটি জায়গায় ফাটল আমরা দেখ তে পেয়েছি। যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটে যাওয়ারও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উড়ালপুলের ফাটল মেরামতি করা অত্যন্ত দরকার। তাই বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসককে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিজেপির জেলার সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ অর্থে এরাজ্যে রাস্তা ও ব্রিজের কাজ হলেও এখানেও কাটমানির নেওয়া হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল নেতা তথা দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক জম্বুর রহমান বলেন, জাতীয় সড়কের এইসব কাজের ক্ষেত্রে তৃণমূলের কোনো ভূমিকা নেই। আসলে নিজেদের এরকম অনিয়মমূলক কাজের বহিঃপ্রকাশ হওয়ায় নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করতে বিজেপি।

অন্যদিকে ৮১ নং জাতীয় সড়কের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দীগন্ত কুণ্ডুর দাবি, কোনও ফাটল হয়নি। কিছু জায়গায় সমস্যা থাকলে সেটা সংস্কার করা হবে। বিশেষজ্ঞ দ্বারা ফিট সার্টিফিকেট পেলে তারপরে উদ্বোধন হবে।

গ্রেপ্তার ১ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করায় গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি। ধৃতকে এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, ধৃত ওই বাংলাদেশি যুবকের নাম শাকিল মিয়াঁ। তার বাড়ি বাংলাদেশের গাজীপুর এলাকায়। অভিযোগ, শাকিল বালুরঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে দেখে সন্দেহ হয় রেলস্টেশনের জিআরপি থানার কর্তব্যরত পুলিশের। এরপরই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি সঠিক কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপরই সন্দেহ হয় পুলিশের। পরবর্তীতে জেরায় যুবক স্বীকার করেন তার বাড়ি বাংলাদেশে। তিনি গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। অন্যদিকে, ধৃত বাংলাদেশিকে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের তোলা হয় পুলিশের তরফে। তাঁর কাছ থেকে কোনও কিছু না পাওয়া গেলেও, কেন সে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জিআরপি থানার সাব-ইন্সপেক্টর রতন সরকার জানান, 'আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে সর্বদাই রেলস্টেশন চত্বরে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশিকা রয়েছে। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে যে সে হিলির আশেপাশের এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে।'

তৃণমূল বিধায়কের গাড়ি চালকের ওপর হামলার ঘটনায় ২ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়ি চালকের ওপর হামলার ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে মঙ্গলবাড়ি বুলবুলি মোড় এলাকার একটি ডেরা থেকেই ওই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম ভোলা ঘোষ এবং পবন ঘোষ। এদের বাড়ি নলডুবি এবং সাহাপুর বাগানপাড়া এলাকায়। যদিও এই হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত চাকু এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার পিছনে আরও দুই থেকে তিনজন জড়িত রয়েছে। ঘটনার দিন রাতে এই দুষ্কৃতীরা কোনও অপরাধ সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল মালদা থানার নারায়ণপুরের ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায়।

আহত তৃণমূল বিধায়কের চালকের নাম অনুপ সাহা (৩২)। তার বাড়ি পুরাতন মালদার নারায়ণপুর ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকাতেই। শুক্রবার রাত আড়াইটা নাগাদ বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর জখম হন তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র গাড়ির চালক অনুপ সাহা। দুষ্কৃতীরা ওই গাড়ির চালকের পিঠে এলোপাথাড়ি চাকু দিয়ে কোপ মারে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর পরিবারের আত্মীয়দের চিৎকারে পুরো বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আহত ওই গাড়ি চালক। এরপর সিসিটিভির ফুটেজ দেখেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, নারায়ণপুর এলাকার ব্লক অফিস সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই চার থেকে পাঁচ জন দুষ্কৃতী মুখ ঢাকা অবস্থায় কোনও অপরাধ সংগঠিত করার জন্য জড়ো হয়েছিল। সেই সময় পরিবার নিয়ে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলেন অনুপ সাহা। মুখ বাঁধা অবস্থায় অচেনা ওইসব মানুষদের দেখে নিজের মোবাইলে ছবি তোলার চেষ্টা করেন বিধায়কের গাড়ি চালক অনুপ সাহা। তখনই দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তাতে জখম হন বিধায়কের ওই গাড়ি চালক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার মালদা আদালতের কাছে দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। বাকি হামলাকারীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

যাত্রী সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে স্টেশনে ডিআরএম, তৈরি হল বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দিল্লি দুর্ঘটনার পরে দুপুরে যাত্রী সুরক্ষা খতিয়ে দেখলেন ডিআরএম। সন্ধ্যায় ট্রেন ধরতে গিয়ে তৈরি হল বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। ট্রেন যাত্রীদের ভাগ দৌড় করতে দেখা গেল।

দিল্লি স্টেশনে ট্রেন যাত্রীদের দুর্ঘটনার পরে রবিবার দুপুরে আসানসোল স্টেশনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন ডিআরএম চেতনানন্দ সিং। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ট্রেন যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

রবিবার সন্ধ্যায় আসানসোল টু মুম্বই মেলে আসানসোল স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে শুরু হয়ে যায় ভাগ দৌড়। রেল পুলিশের পক্ষ থেকে ট্রেন যাত্রীদের জন্য গাড়ি স্টেশনের ঢোকার আগে ব্যারিকেট করে দেওয়া হয়েছিল। গাড়ি এসে দাঁড়ালেই যাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি, ঘটনায় বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুপুরে ডিআরএম পরিদর্শনে এসে যাত্রীর সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় পরিস্থিতি হুড়োহুড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায় বলে জানাচ্ছেন ট্রেন যাত্রীরা। রেলে যাত্রী পরিষেবা নিয়ে আরো একবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করল।

ক্লাসিক্যাল সন্ধ্যা সিউড়িতে

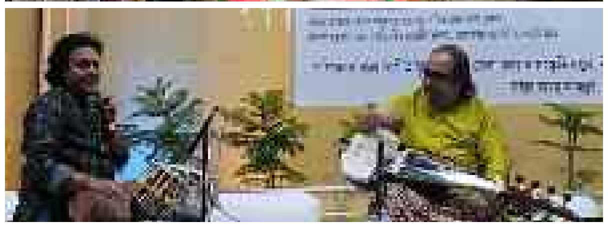

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি রবীন্দ্রসদনে। দুইদিন ব্যাপী ক্লাসিক্যাল সন্ধ্যায় উপস্থিত শহরের সংগীতপ্রেমী মানুষজন। শনিবার সন্ধ্যায় পণ্ডিত রোনু মজুমদার (বাঁশি), পণ্ডিত অভিজিৎ ব্যানার্জির তবলা, কণ্ঠে অঞ্জনা নাথ, তবলা কৌশিক ব্যানার্জি এবং হারমোনিয়ামে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি এবং রবিবারের সন্ধ্যায় কোশাম্বি মুখার্জির সুরেলা কণ্ঠ সৌমিত্রজিৎ চ্যাটার্জির তবলা ও জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির হারমোনিয়ামে করতালি হল জুড়ে। সরোদে পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ও তবলায় পণ্ডিত তন্ময় বোসের যুগলবন্দি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত একাডেমী জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর বীরভূমের উদ্যোগে ও বীরভূম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসদন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

নিখোঁজ যমজ বোনের সন্ধানে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আড়াই মাস পরও হদিশ নেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ দুই যমজ বোনের। ঘটনাটি ঘটেছে, ১ ডিসেম্বর পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর থানার কুমারডিহি গ্রামে। স্থানীয় উদয়ন সংঘ মাঠে এদিন সকালে বছর দশকের যমজ দুই বোন খেলা করছিল। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় তারা। নিখোঁজের ঘটনায় পাণ্ডবেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকাদের পরিবার। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ওই দুই নাবালিকার মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে যাওয়ায় দুই বোন কুমারডিহিতে তাদের মামার বাড়িতেই থাকত। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কুকুর নিয়ে আসা হয়ছিল এবং যমজ বোনদের মা ও তার বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। কিন্তু কোনো সন্ধান বা সূত্র তাতে পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা যায় তদন্ত চলছে, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিখোঁজ যমজ বোনের সন্ধান পেতে সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের পক্ষ থেকে পোস্টার দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে কেউ সন্ধান বা তথ্য দিতে পারলে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে পোস্টারে।

দু'দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, সমস্যায় পড়েছে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া এলাকার এবি পিট কোলিয়ারি এলাকায় গত ২ দিন ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় সেখানকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বেশ সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এখানকার কোলিয়ারি অফিসের সামনে স্থাপিত ট্রান্সফরমার পুড়ে গেছে, যার জেরে এবিপিট এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে এবং এবিপিট এলাকার নিম দঙ্গল, মিশ্রী দঙ্গল, মুন্ডা পাড়া, মাঝি পাড়া প্রভৃতি এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া অন্তত ২৫ জন শিক্ষার্থী বিদ্যুতের অভাবে সমস্যায় পড়েছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ সিং বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে এ বিষয়ে অবিলম্বে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বন্দনা রুইদাস বলেন, ইসিএল কর্তৃপক্ষের উচিত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে শীঘ্রই বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা। এই বিষয়ে নিঘা গ্রুপ অফ মাইনাসের পিএম অজিত মজুমদার বলেছেন যে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছি কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে যাতে কোনও শিক্ষার্থী কোনও সমস্যায় না পড়ে।

জলের অভাবে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি নষ্ট, রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সেচ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ কৃষকদের, জলের অভাবে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি নষ্ট, প্রতিবাদে সোনামুখীর নফরডাঙায় রাস্তা অবরোধ কৃষকদের, ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের মহেশপুর, রাউতোড়া, গোবিন্দ বাটি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে বোরো ধানের চাষ করেছি কৃষকরা ডিভিসি সেচ চ্যানেলের ছাড়া জলে। সেচ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বোরো চাষের জন্য ২৬ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জল ছাড়া হবে ক্যানেলে। কিন্তু কৃষকদের অভিযোগ ধান চাষের সময় জল ছাড়লেও ধান রোপনের পর ১০ থেকে ১৫ দিন কোনওরকম জল দেওয়া হয়নি। যার ফলে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়েছে, মরে গিয়েছে ধানের চারা। কৃষকরা জানাচ্ছেন কেউ মহাজনের কাছে ঋণ করে কেউ বা জমি ভাগে নিয়ে চাষ করেছেন। সেচ দপ্তরের খামখেয়ালী পানায় চরম সংকটে পড়েছে কৃষকরা। বাধ্য হয়েই আজ তারা প্রথমে ধানের জমিতে বিক্ষোভ পড়ে সোনামুখী দুর্গাপুর সড়ক অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনাস্থলে সোনামুখী থানার পুলিশ এলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় কৃষকরা। বিক্ষোভের জেরে সোনামুখী দুর্গাপুর সড়কে ব্যাপক যানজট।

৮২ বছর বয়সেও কবিতা আবৃত্তিতে অনন্যা খানাকুলের এক বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কবিতা আবৃত্তিতে অনন্যা বৃদ্ধা। গতানুগতিক পড়াশোনা না করেও একজন মহিলা যে সাহিত্যে চর্চায় পারদর্শী হতে পারেন তার নজির রাখলেন খানাকুলের রাজহাটি এলাকার বাসিন্দা রেখা সামন্ত। বয়স ৮২ বছর। জানা গেছে, তাঁর ছেলে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ায় বিচারকের আসনে আর মা কবিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার একজন সাধারণ প্রতিযোগী। ৮২ বছরের বৃদ্ধাকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আসরে দেখে প্রথমে অনেকেই হতবাক হয়েছিলেন। গতানুগতিক কোনও শিক্ষা গ্রহণ না করেও ওই বৃদ্ধা সাবলীলভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সঞ্চয়িতা থেকে কবিতা আবৃত্তি করে গেলেন। ঘটনাটি খানাকুলের বলাইচক নেতাজি সাধারণ পাঠাগারের। বৃদ্ধার কবিতা আবৃত্তির কৃতিত্বের অভিভূত ও আনন্দিত উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় 'গ' বিভাগের প্রতিযোগী ছিলেন। বিচারকের মধ্যে ছেলে নবেন্দু সামন্তও ছিলেন। ওই বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন রেখা দেবী। ছোট বেলা থেকেই রেখাদেবীর সাহিত্য চর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল। ক্লাস পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর পারিপার্শ্বিক কারণে বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি সাহিত্য চর্চা ছাড়েননি। গরিবের সংসার। স্বামী কাশীনাথ সামন্ত চাষবাস করে সংসার চালাতেন। রেখাদেবী ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত

থাকতেন। অবসর সময়ে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, গল্প চর্চা করতেন। বর্তমানের প্রত্যেকদিন গীতাপাঠ ও রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা করেন। রীতিমতো ছাত্র ছাত্রীদের মতো অনুশীলন করেন। ছেলেদের মধ্যে একজন ডাক্তার তো অন্যজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বড় মেয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা ও ছোট মেয়ে কলেজে চাকরি করেন। রেখাদেবীর স্বামী দুই বছর আগে মারা গেছেন। এই বিষয়ে এই গুণবতী নারীর ছেলে তথা রাজহাটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নবেন্দু সামন্ত বলেন, মায়ের অসাধারণ স্মৃতি শক্তি। ৮২ বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন। পাঠচক্রে অংশ নেন। রীতিমতো গীতি- আলেখ্য রচনা করেন। গরুর দুধ বেচে আমাদের মানুষ করেছেন। মায়ের জন্য আমাদের গর্ব হয়। অপরদিকে রেখা দেবী বলেন, অনুশীলন ও সাহিত্য চর্চা করা আমার নেশা। প্রত্যেকদিন লেখালেখি পড়াশোনা না করলে ভালো লাগে না। প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে প্রত্যেকেদিন অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই সাফল্য আসবে।

অবৈধ চোলাই মদ পাচার, ধৃত ২ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: টোটোয় করে চোলাই পাচারের সময় পুলিশের জালে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই পাচারকারী। আটক করা হল বিপুল পরিমাণ চোলাই। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার বড় গোবিন্দপুর বাজারে।

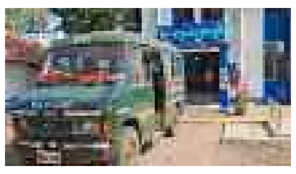

অবৈধ চোলাই মদের রমরমা রুখতে লাগাতারভাবে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। কিন্তু তারপরেও বাঁকুড়া জেলায় কিছুতেই রাশ টানা যাচ্ছে না চোলাই মদের কারবারে। বিশেষ সূত্রে, ইন্দাস থানার পুলিশের কাছে খবর আসে টোটোয় করে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ নিয়ে দুই পাচারকারী বড় গোবিন্দপুর বাজারের দিকে যাচ্ছে। খবর পেতেই বড় গোবিন্দপুর বাজারে হানা দেয় ইন্দাস থানার পুলিশ। হাতেনাতে চোলাই মদ বোঝাই টোটো আটক করে পুলিশ। আটক করা হয় বাপন রুইদাস ও সৈয়দ সইফুল নামের দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। বিপুল পরিমাণ ওই চোলাই মদ কোথায় তৈরি হয়েছিল এবং এই চোলাই মদ তৈরি ও পাচারের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গোয়ালতোড়ে দুর্ঘটনায় হরিণের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: গোয়ালতোড়ে ফের একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে রাস্তা পার হওয়ার সময় হরিণটি পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বনদপ্তরের গোয়ালতোড় রেঞ্জ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ কেওয়াকোল গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে গোয়ালতোড়- চন্দ্রকোনা রোড রাজ্য সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বনদপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, ওই সময় একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণ রাস্তা পার হচ্ছিল। একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। দুর্ঘটনায় জখম হরিণটির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। খবর পাওয়ার পর মৃত হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোয়ালতোড় বনাঞ্চলের কেওয়াকোল এলাকার জঙ্গলগুলিতে বেশ কিছু হরিণ রয়েছে। খাবারের সন্ধানে রাস্তা পেরিয়ে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাওয়ার সময় এর আগেও পথ দুর্ঘটনায় একাধিক হরিণের মৃত্যু হয়েছে।

বিজেপির পার্টি অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রবিবার বিজেপি হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভাপতি অরুণ উদয় পাল চৌধুরীকে ঘিরে বিজেপি পার্টি অফিসের ভিতরেই বিক্ষোভ দেখালো একদল বিজেপি কর্মী। যার রেশ এসে পৌঁছল রাস্তাতে ও। উল্লেখ্য বিজেপির বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের রদ বদল শুরু হতে চলেছে। এদিন দুপুরে ফুলেশ্বরের মনসাতলায় বিজেপির হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভাপতি অরুণ উদয় পাল চৌধুরী এলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় একদল বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ হাওড়া গ্রামীণ জেলার কয়েকজন বিজেপি নেতা কৌশলে বিজেপির সংগঠনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এদিন সরাসরি অরুণ বাবুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ও দেখা গেছে একদল বিজেপি কর্মী। গত উল্লেখ্য বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভরাডুবির ক্ষেত্রে কয়েকজন জেলা নেতার দিকে অভিযোগ উঠেছিল। সংগঠনের রদ বদলের আগে এই বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে বলে জানা গিয়েছে। এমনকী আমতা, বাগনান সহ জেলা সভাপতি সহ কয়েকজনের নামে পোস্টার ও পড়েছে। ফলে অস্বস্তি বাড়ছে বিজেপির।

আবর্জনার স্তূপে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সমুদ্রগড়: শনিবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন ডাঙাপাড়ার কাছে রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকা আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরে যায়। ঘটনার জেরে ধাত্রীগ্রাম এবং সমুদ্রগড় স্টেশনে বেশ কিছুক্ষনের জন্য দাঁড়িয়ে যায় আপ এবং ডাউন লাইনের দুটি ট্রেন। পরবর্তী সময় দমকল খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় কালনা জিআরপি, নাদনঘাট থানার আইসি সহ বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত হয়। শনিবার রাতে এমনই এক ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পড়ে থাকা আবর্জনা স্তূপে হঠাৎই আগুন ধরে যায়, কিভাবে আগুন ধরল সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।

বাতিল প্রচুর ট্রেন, ভোগান্তির শিকার বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার সকালে ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে এসেছেন অনেকেই। কিন্তু, স্টেশনে এসে দেখছেন বাতিল রয়েছে প্রচুর ট্রেন। অগত্যা কেউ করলেই স্টেশনেই অপেক্ষা, আবার কেউ ধরলেন অন্য রুট।

প্রসঙ্গত, শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত হাওড়া তারকেশ্বর শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধের কথা জানিয়েছেন পূর্ব রেল। সিঙ্গুর নসিবপুর এবং দিয়ারা নসিবপুর স্টেশনের মাঝে দু'টি রেল ব্রিজ পুনর্নির্মাণের কাজ চলবে। সে কারণেই কোপ পড়েছে হওড়া-তারকেশ্বর-আরামবাগ শাখার একাধিক ট্রেনে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, তারকেশ্বর হাওড়া ডাউন লাইনে ভোর ৩৫০ থেকে সকাল ১১১৫ এবং হাওড়া তারকেশ্বর আপ লাইনে ভোর ৪০৫ থেকে সকাল ৯০৫ পযন্ত মোট ২৫ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তবে সকাল থেকে স্টেশনে যাত্রীদের টিকিট না দেওয়া হলেও সকাল ৮ টার পর যাত্রীদের ফের টিকিট দেওয়া শুরু হয়।

নয়াগ্রামে সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রবিবার দুপুরে নয়াগ্রামের নাগরিপাদা-কুলডিহা এলাকার একটি ভগ্নপ্রায় সাঁকোর তলা থেকে পুলিশ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। ভেঙে পরা সাঁকো থেকে পড়ে গিয়েই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন। তাদের অভিযোগ, এর আগেও ভেঙে পরা ওই সাঁকোতে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাঁকোটি মেরামত করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তি নাগরিপাদা এলাকার বাসিন্দা। শনিবার সকালে কাজের সূত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। বাড়ির লোকজন রাত থেকে খোঁজ শুরু করলেও সন্ধান মেলেনি। রবিবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা ভগ্নপ্রায় ওই সাঁকোর নীচে তার মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে।

আইপিএল শুরু ২২ মার্চ, ইডেনে কলকাতার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে কোহলির বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের পূর্ণ সূচি ঘোষিত। গত বারের বিজয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ইডেনে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ২২ মার্চ ইডেনে খেলবে তারা। সেই দিন থেকেই শুরু আইপিএল। ফাইনাল ২৫ মে। সেই ম্যাচও হবে ইডেনে। ৬৫ দিন ধরে চলবে এ বারের আইপিএল। ১৩টি মাঠে খেলা হবে। মোট ৭৪টি ম্যাচ হবে।

২০০৮ সালে কলকাতা এবং বেঙ্গালুরুর মধ্যে ম্যাচ দিয়েই আইপিএল শুরু হয়েছিল। সেই দুই দলই এ বারের আইপিএলে প্রথম ম্যাচ খেলবে। ইডেনে খেলবেন কোহলি। সেই ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ থাকবেই। এই দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচও খেলবে। ১৭ মে শেষ ম্যাচ কোহলিদের। বেঙ্গালুরুতে নাইটদের বিরুদ্ধে খেলে লিগ পর্ব শেষ হবে তাঁদের। কলকাতারও সেটাই লিগ পর্বে শেষ ম্যাচ।

এ বারের আইপিএলে একটি গ্রুপে রয়েছে কলকাতা, বেঙ্গালুরু, রাজস্থান, চেন্নাই এবং পঞ্জাব। অন্য গ্রুপে রয়েছে মুম্বই, লখনউ, দিল্লি, গুজরাত এবং হায়দরাবাদ। সব দল নিজের গ্রুপের সব দলের সঙ্গে দু'টি এবং অন্য গ্রুপের একটি দলের সঙ্গে দু'টি করে ম্যাচ খেলবে। বাকি চারটি দলের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে তারা।

এ বারের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু একে অপরের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচই খেলবে। ৭ এপ্রিল মুম্বইয়ে হবে সেই ম্যাচ। বেঙ্গালুরু এ বারের আইপিএলে লিগ পর্বে দু'টি করে ম্যাচ খেলবে কলকাতা (২২ মার্চ এবং ১৭ মে), রাজস্থান রয়্যালস (১৩ এবং ২৪ এপ্রিল), চেন্নাই সুপার কিংস (২৮ মার্চ এবং ৩ মে), পঞ্জাব কিংস (১৮ এবং ২০ এপ্রিল) এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের (১০ এবং ২৭ এপ্রিল) বিরুদ্ধে। কোহলিদের একটি করে ম্যাচ খেলতে হবে মুম্বই (৭ এপ্রিল), গুজরাত টাইটান্স (২ এপ্রিল), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (১৩ মে) এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের (৯ মে) বিরুদ্ধে।

পাঁচ বারের আইপিএল জয়ী চেন্নাইয়ের প্রথম ম্যাচ ২৩ মার্চ। প্রথম ম্যাচেই তারা খেলবে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ হবে চেন্নাইয়ে। সেই দিনই দুপুরে হায়দরাবাদ এবং রাজস্থান একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে হায়দরাবাদে। চেন্নাই দু'টি করে ম্যাচ খেলবে মুম্বই (২৩ মার্চ এবং ২০ এপ্রিল), বেঙ্গালুরু (২৮ মার্চ এবং ৩ মে), রাজস্থান (৩০ মার্চ এবং ১২ মে), কলকাতা (১১ এপ্রিল এবং ৭ মে) এবং পঞ্জাব (৮ এবং ৩০ এপ্রিল)। একটি করে ম্যাচ খেলবে তারা দিল্লি (৫ এপ্রিল), লখনউ (১৪ এপ্রিল), হায়দরাবাদ (২৫ এপ্রিল) এবং গুজরাতের (১৮ মে) বিরুদ্ধে।

মুম্বইও পাঁচ বার আইপিএল জিতেছে। তারা দু'টি করে ম্যাচ খেলবে চেন্নাই (২৩ মার্চ এবং ২০ এপ্রিল), দিল্লি (১৩ এপ্রিল এবং ১৫ মে), গুজরাত (২৯ মার্চ এবং ৬ মে), লখনউ (৪ এবং ২৭ এপ্রিল) এবং হায়দরাবাদ (১৭ এবং ২৩ এপ্রিল)। হার্দিক পাণ্ড্যের দল একটি করে ম্যাচ খেলবে কলকাতা (৩১ মার্চ), বেঙ্গালুরু (৭ এপ্রিল), দিল্লি (১৩ এপ্রিল) এবং রাজস্থানের (১ মে) বিরুদ্ধে।

হার্দিকের শটে আহত পন্থ, দুর্ঘটনায় জখম হাঁটুতেই আঘাত, যন্ত্রণায় কাতর ভারতের উইকেটরক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার দুবাইয়ে পৌঁছে রবিবার থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। প্রথম দিন অনুশীলন চলাকালীন উদ্বেগ বাড়ল ঋষভ পন্থকে নিয়ে। হার্দিক পাণ্ড্যের মারা একটি শট গিয়ে লাগে পন্থের হাঁটুতে। যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় তাঁকে। মাঠেই বেশ কিছু ক্ষণ পড়ে থাকেন ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

দুবাইয়ে আইসিসির অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছে ভারতীয় দল। সেখানেই ব্যাট করছিলেন হার্দিক। কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন পন্থ। হার্দিকের একটি শট সোজা গিয়ে লাগে পন্থের বাঁ পায়ের হাঁটুতে। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনায় পন্থের এই হাঁটুই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দু'বার অস্ত্রোপচার হয়েছে হাঁটুতে। সেখানেই আবার লাগে পন্থের।

চোট পাওয়ার পরে মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকেন পন্থ। সঙ্গে সঙ্গে দলের বাকি ক্রিকেটার ও ফিজিয়ো সেখানে যান। প্রথমে পন্থের হাঁটুতে আইসপ্যাক লাগানো হয়। তার পরে স্ট্যাপ বেঁধে দেওয়া হয়। পন্থের পাশেই উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়েছিলেন হার্দিক। কিছু ক্ষণ পরে হার্দিককে জড়িয়ে ধরেন পন্থ। বোঝাতে চান, তাঁর কোনও দোষ ছিল না।

বেশ কিছু ক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ান পন্থ। হাঁটার সময় সামান্য খোঁড়াচ্ছিলেন তিনি। সাজঘরে ফিরে যান পন্থ। পরে অবশ্য ব্যাট করার জন্য এক বার নামেন পন্থ। তখনও হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল তাঁর। ওই অবস্থাতেই কিছু

ক্ষণ ব্যাট করেন তিনি। তাঁর চোট নিয়ে আপাতত ভারতীয় দল কিছু জানায়নি।

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ও ২ মার্চ নিউ জ়ুল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা। পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। সেমিফাইনালও সেখানেই হবে। যদি ভারত ফাইনালে ওঠে তা হলে সেই ম্যাচও দুবাইয়েই হবে। ভারত না উঠলে ফাইনাল হবে লাহোরে।

মহিলাদের আইপিএলে মুম্বই-দিল্লি ম্যাচে রান আউট বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলা শেষে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, যথেষ্ট বিরক্ত তিনি। তৃতীয় আম্পায়ারের তিনটি রান আউট নিয়ে সিদ্ধান্ত মানতে পারছিলেন না তিনি। এই তিনটি সিদ্ধান্তই গিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের পক্ষে। তা যদি মুম্বইয়ের পক্ষে থাকত তা হলে খেলা জিতত মুম্বই।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ১৬৫ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় সমস্যায় পড়েছিল দিল্লি। সেই সময় একের পর এক রান আউটের সুযোগ তৈরি হয়। ১৮তম ওভারে বল মেরে এক রান নেওয়ার চেষ্টা করেন শিখা পাণ্ডে। তাঁকে ফেরত পাঠান নিকি প্রসাদ। শিখা ক্রিজে ঢোকার সময়ই সরাসরি থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন মুম্বইয়ের ফিল্ডার। রান আউটের আবেদন করেন হরমনপ্রীতেরা।

রিপ্লে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, উইকেটে যখন আলো জ্বলে উঠেছে, তখনও শিখা ক্রিজে ঢুকতে পারেননি। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার গায়ত্রী বেণুগোপালন আরও অপেক্ষা করেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, দু'টি বেল উইকেট থেকে সরে যাওয়ার আগে অবশ্য শিখা ক্রিজে ঢুকে গিয়েছেন। তৃতীয় আম্পায়ার সিদ্ধান্ত নেন, দু'টি বেল সরার আগে ব্যাটার ক্রিজে ঢোকায় তিনি আউট হননি। এই সিদ্ধান্ত দেখে অবাক হয়ে যান হরমনপ্রীত। মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, তিনি খুশি হতে পারেননি।

১৯তম ওভারে আবার সেই ঘটনা ঘটে। এ বার রাধা যাদবের বিরুদ্ধে রান আউটের আবেদন হয়। রাধার ব্যাট ক্রিজে ঢুকলেও হাওয়ায় ছিল। কিন্তু দু'টি বেল ভাঙার আগে তা ক্রিজে ঢুকে যায়। তিনিও আউট হননি। পরের বলেই রাধা একটি ছক্কা মারেন। সেই ছক্কা না হলে দিল্লি ম্যাচ জিততে পারত না।

ম্যাচ জিততে শেষ বলে ২ রান দরকার ছিল দিল্লির। অরুন্ধতী রেড্ডি দৌড়ে দু'রান নেন। ডাইভ দিয়ে ক্রিজে ঢোকার চেষ্টা করেন অরুন্ধতী। সে বারও একই রকমের ঘটনা হয়। আবার ব্যাট ক্রিজে পুরো ঢোকার আগে এলইডি আলো জ্বললেও তৃতীয় আম্পায়ার গায়ত্রী দু'টি বেল সরার অপেক্ষা করেন। ফলে অরুন্ধতীও আউট হননি। ম্যাচ জিতে যায় দিল্লি।

তৃতীয় আম্পায়ার গায়ত্রীর সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি, খেলা চলাকালীন ধারাভাষ্যকারেরাও অবাক হন। আইসিসির ৪.২ ধারায় বলা হয়েছে, অদি স্টাম্পে এলইডি আলো থাকে তা হলে যে মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠবে সেই মুহূর্তকেই প্রথম ফ্রেম হিসাবে ধরা হবে। কারণ, উইকেট থেকে বেল সরে গেলে তবেই আলো জ্বলে। পরের ফ্রেমগুলিতে দেখা যাবে বেল উইকেট থেকে পুরো সরেছে কি না।দ

এই নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ারেরা। বেল জ্বলে ওঠার মুহূর্তে ব্যাটার ক্রিজে ঢুকেছেন কি না তা দেখা হয়। কিন্তু গায়ত্রী তা দেখেননি। তিনি অপেক্ষা করেছেন দু'টি বেল পুরোপুরি সরার। ফলে বিতর্ক হওয়ারই কথা। এখন দেখার এই বিষয়ে আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল কোনও পদক্ষেপ করে কি না।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

‘কুম্ভের সবটাই অর্থহীন, ফালতু’ লালুপ্রসাদের মন্তব্যে বিতর্ক

পাটনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি: শনিবার রাতে নয়া দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে মহিলা, শিশু-সহ মোট ১৮ জনের। মহাকুম্ভে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়াগরাজের ট্রেন ধরতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করেই প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ঘোষণা করা হয়। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হতেই পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এরপর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কুম্ভ ঘিরে নানা বিপর্যয়ের জন্য যোগী সরকারের ‘অব্যবস্থা’কেই দায়ী করলেও, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের মন্তব্য নয়া বিতর্কে ইন্ধন দিয়েছে।

রবিবার কুম্ভের ‘অব্যবস্থা’ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের লালপু বলেন, ‘কুম্ভের কি কোনও অর্থ আছে? সবটাই অর্থহীন, ফালতু।’ তিনি বলেছেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি। রেলে অব্যবস্থাপনার ফলে এত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া উচিত।’

চলতি বছরের শেষেই বিহারে ভোট। তার আগে কুম্ভ নিয়ে লালুপ্রসাদের মন্তব্যে রাজনীতির পারদ চড়ছে। বিজেপিও লালু-সহ আরজেডিকে ‘হিন্দু বিদ্বেষী’ বলে দেগে দিতে মরিয়া। বিহার বিজেপির মুখপাত্র মনোজ শর্মার দাবি, এটাই হিন্দু ধর্মের প্রতি আরজেডির মানসিকতা প্রকাশ করেছে। মনোজ বলেছেন যে, ‘তোষণের রাজনীতির কারণে এই ধরনের মন্তব্য করছেন লালুপ্রসাদ যাদব। আরজেডি নেতারা সর্বদা হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অপমান করেছেন। লালুপ্রসাদের মহাকুম্ভকে অর্থহীন বলে সর্বশেষ বিবৃতি হিন্দু ধর্মের প্রতি দলের মানসিকতাকে তুলে ধরছে।’

ডাকাতদের হাতে খুন পঞ্জাবের আপনেতার স্ত্রী

চণ্ডীগড়: নৃশংস ভাবে খুন হলেন পঞ্জাবের আপনেতার স্ত্রী। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে স্ত্রীর সঙ্গে আপনেতা নৈশভোজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মাঝরাস্তায় একদল ডাকাত দম্পতির গাড়িতে হামলা চালায়। এরপর ডাকাত দলের হাতে খুন হন আপনেতার স্ত্রী। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্তে নেমেছে। ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সিদ্ধওয়ান খাল সেতুর নিকটবর্তী রুরকা গ্রামের কাছে পাঁচজন সশস্ত্র ডাকাত মিলে আপনেতার গাড়িটি আটক করে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আপ নেতা এবং তাঁর স্ত্রীর ওপর হামলা চালায়। ওই হামলার ফলে আপনেতার স্ত্রী লিপ্সি মিত্তাল ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্যদিকে আপনেতা আনোখ মিত্তাল গুরুতর জখম হয়েছেন। আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনার বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখা হবে এবং ডাকাতদলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত , অনোখ মিত্তাল একজন ব্যবসায়ী। আপের এক বিধায়ক অশোক পরাশর পাপ্পির হাত ধরে তিনি আপে যোগ দিয়েছিলেন। এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

২৪ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২ পড়ুয়ার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

চণ্ডীগড়, ১৬ ফেব্রুয়ারি: ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে হরিয়ানার সোনিপত জেলার অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ফের উদ্ধার হল ছাত্রের দেহ। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে দু'জনের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একজনের দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মেন গেটের সামনে থেকে উদ্ধার হয় অন্যজনের দেহ।

শুক্রবার গভীর রাতে এক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। আর একজনের দেহ উদ্ধার হয় শনিবার ভোরে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই ছাত্রের নাম ধ্রুবজ্যোতি সাহু (২০) এবং ভিগ্নেশ গুন্দারাম শঙ্কর (১৯)। তেলঙ্গানার বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতির দেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের এগারো তলা থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন ধ্রুবজ্যোতি। তাঁর ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর ভিগ্নেশের দেহ মেলে রাত আড়াইটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটের সামনে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই ছাত্র। তাঁরও দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রাই থানা সূত্রে খবর, এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।

মামিকে ধর্ষণের চেষ্টা, ছেলেকে খুন মায়ের

হায়দরাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি: মামিকে ধর্ষণের চেষ্টা। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাকাশম জেলায় ক্ষুব্ধ মায়ের হাতেই খুন ছেলে। খুনের পরে আত্মীয়দের সাহায্যে ছেলের দেহকে পাঁচ টুকরো করেন মা। প্রাকাশমের পুলিশ সুপার, এআর দামোদর বলেছেন, কে লক্ষ্মী দেবী (৫৭) তাঁর ছেলে শ্যাম প্রসাদকে (৩৫) ১৩ ফেব্রুয়ারি হত্যা করেন। মহিলার আত্মীয়রা ছেলেকে খুন করতে সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। ছেলে অবিবাহিত ছিল বলে জানা গিয়েছে। তিনি তাঁর মামার স্ত্রীকে হায়দরাবাদ এবং নারাসারাওপেটায় ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের মতে, তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়। খুনের পরে, তাঁর দেহ পাঁচ টুকরো করা হয় এবং তারপরে তিনটি বস্তায় ভরে কুম্বুম গ্রামের নকলাগান্ডি খালে ফেলে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সমকামী ইমামকে গুলি করে হত্যা দুষ্কৃতীদের

কেপটাউন, ১৬ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের প্রথম ইমাম হিসাবে নিজেকে সমকামী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু মর্মান্তিক পরিণতি হল সেই মুহসিন হেনড্রিক্সের। গাড়িতে চেপে যাওয়ার সময়ে দুষ্কৃতীর গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেলেন তিনি। কেন এভাবে খুন করা হল মুহসিনকে, সেই এখনও ধন্ধে পুলিশ। ইমামের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়।

ঠিক কীভাবে মৃত্যু হল মুহসিনের? ইস্টার্ন কেপ পুলিশ সূত্রে খবর, এক ব্যক্তির সঙ্গে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন ওই ইমাম। সেসময়ে আচমকাই অন্য একটি গাড়ি চেপে আসে মুখ ঢাকা দুই দুষ্কৃতী। মুহসিনের গাড়ির দরজা আটকে দাঁড়ায় তারা, ফলে ওই ইমাম গাড়ি থেকে বেরতে পারেননি। এহেন পরিস্থিতিতেই এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দেয় দুষ্কৃতী। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় তারা। পরে গাড়ির চালক দেখতে পান, রক্তাক্ত অবস্থায় পিছনের সিটে পড়ে রয়েছে মুহসিনের দেহ।

গোটা হত্যাকাণ্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে সেই ভিডিও আদৌ

সত্যি কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে পুলিশের অন্দরেই। তাই আমজনতার কাছে আর্জি জানানো হয়েছে যেন তাঁরা কোনও তথ্য পেলে পুলিশকে জানান। কিন্তু মুহসিনকে কেন এইভাবে হত্যা করা হল, সেই মোটিভ নিয়েও ধন্ধে পুলিশ। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান, মুহসিনের হত্যা আসলে টার্গেট কিলিং। জনদরদি ইমামের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ এলজিবিটিকিউ পরিবার। হত্যাকাণ্ডের যথাযথ তদন্ত দাবি করেছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করেছিলেন মুহসিন। সমকামী মুসলিমদের জন্য আলাদা মসজিদও চালু করেছিলেন তিনি। সেই মসজিদে প্রবেশাধিকার রয়েছে মহিলাদেরও। ২০২২ সালে মুহসিনকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি হয়। সেখানে জানিয়েছিলেন, আলাদা করে নিরাপত্তা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ কেউ তাঁর উপর হামলা চালাতে বলেই মনে করেন না মুহসিন। মসজিদ পরিচালনা ছাড়াও আরবি শিক্ষক এবং ফ্যাশন ডিজাইনার হিসাবে কাজ করেছেন।

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE ENIT NO.-WBIW/SDO/EISD/eNIT- 02/2024-25,
Sub-Divisional Officer, **Etamogra Irrigation Sub-Division,** invites on-Line notice tender for 05 (Five) Nos. works **Source of Fund SDS/MAINTENANCE** works in the District Purba Medinipur. Amount Put to **Tender from Rs. 266289.00 to Rs.-397855.00** Requisite informations is available in the web site **www.wbiwd.gov.in.** (Direct Site) Last date of submission of Bid is **24.02.2025 up to 17.00 Hrs.**
(Sd/-K. Jana)
Sub-Divisional Officer
Etamogra Irrigation Sub-Division, Etamogra, Purba Medinipur.

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-25/2024-25, Sl. 1-4, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-26/2024-25, Sl. 1-3, Date-12.02.2025 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-27/2024-25, Sl. 1-6, Date-15.02.2025. Bid Submission Start Date : **13.02.2025 (NIT-25, 26), 16.02.2025 (NIT-27) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **21.02.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **24.02.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144
NOTICE
E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Transfer of Legacy Solid Waste (6865 Cum approx) from dumping ground at ward no. 02 under Baruipur Municipality vide **e-NIT - WBMAD/ULB/BM/NIT-18(e)/2024-25, last date: 10.03.2025 up to 9 AM.** Details information may be obtained during office hours **11 AM 5 PM. Website: wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
RE-TENDER
Tender No. KDHM/39/WS/2nd Call/24-25, E-Tender ID: 2025_MAD_797117_2
Categories of Work: Software Development Last date of Submission of Tender **25.02.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Tender No- :WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-10(e)/2024-25 DT:17/02/2025.
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work- Surface Drain in various wards under Gobardanga Municipality. Last date of submission of bid on **11.03.2025.** for details visit- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow:
E-NIT No. 111/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816025_1,
E-NIT No. 112/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816026_1,
E-NIT No. 113/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816027_1,
E-NIT No. 114/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816029_1,
E-NIT No. 115/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816030_1,
E-NIT No. 116/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816031_1,
E-NIT No. 117/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816032_1,
E-NIT No. 118/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816033_1,
E-NIT No. 119/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816034_1,
E-NIT No. 120/MOG-I/25, ID- 2025_ZPHD_816035_1,
Last Date of Bid Submission: **25/02/2025 at 18:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

তামাক মুক্ত জীবন এবং এক সুখী সংসারের স্বপ্ন

ডা শামসুল হক

সব ধরণের নেশার বস্তুকে বর্জন করে জীবনের স্বাভাবিক রূপাকে ফিরে পাওয়া এবং আর তার ই ফলস্বরূপ স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে ফিরে আসা , সেই চিন্তা কি কখনও স্থান পায় আমাদের মনের মাঝারে ? সর্বোপরি তার মধ্যেই যে আমরা হতে পারি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং দেখতে পারি একটা সুখী সংসারের স্বপ্ন ও সেটাও বোধহয় এই মুহূর্তে ভুলতে বসেছি আমরা সকলেই ।

অতি সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে মধ্য এবং উচ্চবিত্ত সহ সমাজের সব শ্রেণীর মানুষজন ই প্রতিনিয়ত এই তামাকজাত দ্রব্যের নেশায় এতটাই মসগুল থাকেন যে, তার দ্বারা শরীর এবং স্বাস্থ্যের ও ক্ষতি হল কতখানি সেটাও কি কখনও ভাবার চেষ্টা করেছি আমরা ?

না ভাবিনি। ভাববার প্রয়োজন ও অনুভব করিনি। তাইতো আস্তে আস্তে এতটাই অধঃপতন হয়েছে আমাদের যে, আমরা ভুলে যেতে বসেছি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটাও। বলতে দ্বিধা নেই , তাতে আমাদের মানসিক দৃঢ়তা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে তা নজর এড়ায়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ও সেটা ১৯৮৭ সালের কথা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের নজরে পড়েছিল সমগ্র বিশ্বব্যাপীই তামাকের নেশার সেই ভয়াবহ প্রতিচ্ছবিটি । তাই সেই মুহূর্তে তাঁদের পক্ষে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তৎপর হতে শুরু করেন এবং তাঁদের উদ্যোগেই নেওয়া হয়েছিল একটা বিশেষ দিবস উদযাপনের, যার মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব হবে মানুষের মন থেকে তামাকজাত দ্রব্যের নেশা।

সেইসময় স্থির হয়েছিল এপ্রিল মাসের সাত তারিখে পালন করা হবে তামাক নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলার এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আর সেটাই মহা সমারোহের সঙ্গে পালন করা হবে প্রতি বছরই।

উৎসব উদযাপনের জন্য মোটামুটিভাবে একটা দিন ঠিক করা হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারা প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য দিনটার একটু অদল বদল ঘটান। তখন তাঁরা স্থির করেন এপ্রিল মাসের সাত তারিখে নয়, প্রতি বছর সেটা পালন করা হবে মে মাসের ৩১ তারিখে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৎপরতাতেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অব টোবাকো কন্ট্রোলকে অনুরোধ জানায় এই ব্যাপারে সর্বোতভাবে সাহায্য করারও জন্য। চেষ্টা করা হয় বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটা চুক্তি যাতে সম্পাদিত হয় সেই ব্যাপারেও।

২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন দেশ এই দিনটাকে পুরোপুরিভাবে উৎসবেরই রূপ নিয়ে পালিত হতে শুরু করে। সেইভাবে কিছুদিন চলার পর ২০০৮ সালে এই দিবস উদযাপনের মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই তামাক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করে। বিশ্বের যুব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষভাবে নজর রাখাই অবশ্য ছিল সেই নিয়ম পালনের মূল উদ্দেশ্য। আর তাতে মিলেছিল অনেক সুফলও।

দিবস উদযাপনের মাধ্যমেই মানুষকে বোঝানোর চেস্টা করা হয়েছিল তামাকের নেশা আসলে কি। সেই নেশা মানুষের মনকে কিভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তারপর কিভাবে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ধ্বংসের অতল তলে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল সবই।

তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে উপস্থিত থাকা নিকোটিন অতি ভয়ানক এক রাসায়নিক উপাদানই যে নেশার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করে চলেছে কতখানি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটাও। বিশেষজ্ঞরাই জানিয়েছেন তাতে লিভার, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি যন্ত্রসমূহ আপনাআপনিই আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সেবনের মাত্রা বাড়তে থাকে যত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমানটিও বাড়তে থাকে ততোটাই ।

ফলে একসময় হতে পারে হার্ট অ্যাটাক, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ক্যানসার, টি.বি, পরিপাক ক্রিয়ার সমস্যা ইত্যাদি। তা ছাড়াও বাড়তে পারে রক্ত চাপের সমস্যা সহ শিরা এবং ধমনীর নানান জটিল ও কঠিন উপসর্গও ।

তামাক সেবন মানেই কেবলমাত্র বিড়ি, সিগারেট কিংবা হাতে পাকানো চুরুট কিংবা চটাই নয়, গাঁজার মতো মারাত্মক নেশা অথবা আফিম, চরস ইত্যাদির নেশাও শুরু হতে পারে পর্যায়ক্রমেই। আর সেইসব নেশা একেবারে শেষ করে দিতে পারে পুরো ভবিষ্যতটাই।

নেশাগ্রস্থ সব শ্রেণীর মানুষের এইসব নির্মম পরিণতির কথা ভেবেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে সব ধরণের নেশার বস্তুর উপরই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাধ্যতামূলক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিও। তাতে কাজের কাজ যে একেবারেই হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রত্যাশা মেটেনি পুরোপুরিভাবেই। এক শ্রেণীর অবুঝ মানুষকে কিছুতেই স্বপথে ফেরানো সম্ভব হয় নি। ফলে সমস্যা রয়ে গেছে অনেকটাই ।

প্রতি বছর ঘটা করে তামাক বিহীন দিবস উদযাপন। কিন্তু এই নেশার কবল থেকে সকলকেই পুরোপুরিভাবে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি এখনও। জানিনা আগামী দিনে তা সম্ভব হবে কি না। কিন্তু সেজন্য অপেক্ষা আমাদের করতেই হবে এবং নিয়মিতভাবে পালন করতে হবে নির্ধারিত উৎসবও।

কখন ঘুমাতে যাবেন, উঠবেন কখন? বলে দেবে কর্টিসল হরমোনের ওঠানামা

ঘুম সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি। কিন্তু অনেকেই ঘুম নিয়ে নানা রকম সমস্যায় ভোগেন। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসে না অনেকের, কেউ আবার কাজ করতে করতেই ঘুমে ঢুলে পড়েন। আসলে ঘুমের বিষয়টি নির্ভর করে হরমোন এবং সার্কাডিয়ান চক্রের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর। যে জৈবিক চক্রের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা দেহের জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় সার্কাডিয়ান চক্র বলে। আর এই প্রক্রিয়াতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত কর্টিসল হরমোন।

এই হরমোন একদম ঘড়ি ধরে চলে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে কখন মানুষ বেশি সজাগ থাকবে, কখন বিশ্রামে থাকবে কিংবা কখন ঘুম আসবে, তার অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় এই হরমোনের দ্বারা। এই হরমোন সার্কাডিয়ান চক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে। যখনই এই ছন্দ বা চক্র ব্যাহত হয় তখনই ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সাধারণভাবে সকাল ৮ টা নাগাদ এই হরমোনের পরিমাণ দেহে সবচেয়ে বেশি থাকে। ফলে দেহ অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। মধ্যরাতে সবচেয়ে কম থাকে এই হরমোনের পরিমাণ। তাই মধ্যরাতে সবচেয়ে বেশি ঘুম পায়। মধ্যরাতের পর থেকে আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কর্টিসলের পরিমাণ। তাই ভোরের দিকে ক্রমশ পাতলা হতে থাকে ঘুম। সময় মতো ঘুমোতে না গেলে এই চক্র বিঘ্নিত হয়। অস্বাভাবিক সময়ে কর্টিসলের পরিমাণ বেড়ে গেলে ঘুম আসতে সমস্যা হয়। তাতে উদ্বেগ বাড়ে। আবার উদ্বেগ বাড়লে বাড়ে কর্টিসল। সব মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় শরীর।

গেমের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায়

সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যমূলক পর্যালোচনা

জয়দেব বেরা

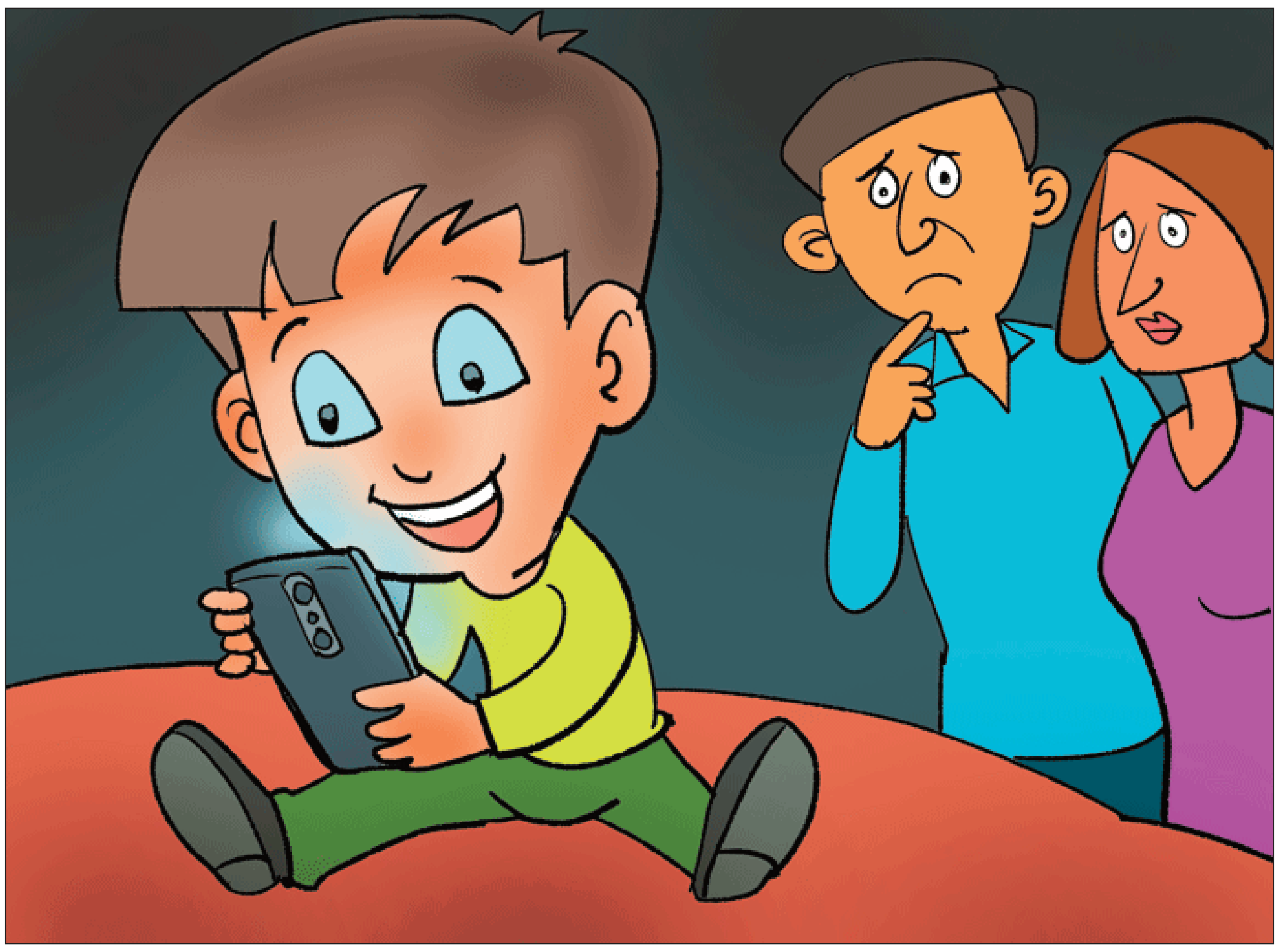

গেম বলতে এখানে আধুনিক মোবাইল ফোনের গেমের কথা বলা হচ্ছে। যেমন- পাপজী, ফ্রিফায়ার সহ অন্যান্য অনলাইন গেম ইত্যাদি।এই গেমের নেশায় আজকের যুব সমাজ খুব ভয়াবহ ভাবে আসক্ত। দীর্ঘক্ষণ গেম খেলার ফলে শরীরের ঘুমের সমস্যা, চোখের সমস্যা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, মনোযোগ এর সমস্যা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এরফলে তার নানান ধরণের সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে।

এই গেমকে কেন্দ্র করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে,ক্যারিয়ার এর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সর্বপরি মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। তাই বাড়ির বাচ্চাদের এই গেম এর আসক্তি থেকে মুক্ত করতে অভিভাবকদের যা যা করণীয় সেগুলি হল—

১) প্রথম থেকে একেবারেই গেম খেলা বন্ধ করবেন না। তাতে সমস্যা হবে। ধীরে ধীরে এই নেশাটি দূর করতে হবে। নানান কৌশলে ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে এই নেশাটি কমাতে হবে। যতটা সম্ভব মোবাইল ফোন কম ব্যাবহার করতে দেবেন। প্রোপার গাইডেন্স প্রদান করুন।

২) মোবাইল থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখতে যতটা সম্ভব বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখুন। ছেলে-মেয়েদেরকে সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখুন।

৩) ছেলে-মেয়েদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিকমূলক কাজে যতটা সম্ভব ব্যস্ত রাখবেন। এটা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-নাচ, গান, কবিতা লেখা ও বলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত রাখা।

৪) ধর্মীয় স্থানে (মন্দির,মসজিদ ইত্যাদি) বেশি বেশি করে যাবেন। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রার্থনা প্রভৃতির অভ্যাস করাবেন। যা ওর আদর্শ গঠনে সহায়তা করবে।

৫) সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করাবেন। শরীরচর্চা অর্থাৎ যোগা থেকে শুরু করে মেডিটেশন এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ এর অভ্যাস করান। পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান।

৬) ছেলে-মেয়েদের সামনে সবসময় পজিটিভ কথা বার্তা বলুন। তাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন। তাকে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ দিন। ক্যারিয়ার নিয়ে পরামর্শ দিন।ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বা গল্প শোনান। মনীষীদের জীবনী পড়ান।

৭) বাড়ির বাইরে মাঠে খেলতে পাঠান। যেমন-ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি। যতটা সম্ভব প্রকৃতির সাথে মিশতে বলবেন।

সর্বপরি,সমস্ত অভিভাবকদের একজন কাউন্সেলর এর মত বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে উপরের কৌশলগুলো বা উপায়গুলোকে প্রয়োগ করতে হবে। আশা করি কিছুটা হলেও সুফল পাবেন। খুব বেশি সমস্যা হলে একজন ভালো মনো-কাউন্সেলর বা মনোবিদের কাছে যেতে পারেন।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, বই লেখক এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা গায়েব হবে নিমেষে

সাধারণ মাথা যন্ত্রণার থেকে মাইগ্রেন অনেকটাই বেশি কষ্টকর। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যথা অনেক বেশি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। মাইগ্রেন কেন হয় তা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি, তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন, মস্তিষ্কের স্নায়ু এবং রক্তনালীর সমস্যার কারণে এই সমস্যা হয়। মাইগ্রেনের ব্যথার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব, বমি, আলো বা শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। এমনকী দৃষ্টিতেও সমস্যা হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় কিছু আলো এবং তীব্র শব্দ থেকে দূরে থাকলে কিংবা বিশেষ কিছু খাবার খেলে কিছুটা হলেও কমতে পারে এই সমস্যা। রইল এমনই তিনটি খাবারের সন্ধান —

ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার —

ম্যাগনেসিয়াম স্নায়ু শিথিল করতে সাহায্য করে, যা মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে খুব জরুরি। পালং শাক, বাদাম, কুমড়ার বীজ, এবং অ্যাভোকাডোর মতো খাবার ম্যাগনেসিয়ামের ভাল উৎস। খাদ্য তালিকায় এই যোগ করতে পারেন ফ্ল্যাক্সসিড, চিয়া সিড। কলাতেও প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম থাকে। তাই চটজলদি সমাধান হিসাবে কলা খেতে পারেন।

জল —

শরীরে জলের অভাব হলে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়তে পারে। তাই মাইগ্রেন দূরে রাখতে প্রচুর পরিমাণে জল পান করা জরুরি। তবে শরীর ‘হাইড্রেটেড’ রাখতে শুধু জল খাওয়াই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে এমন খাবার খেতে হবে যাতে জলের পরিমাণ বেশি। তরমুজের মতো ফলে ৯২ শতাংশ জল থাকে। তাই চাইলে তরমুজও খেতে পারেন।

আদা —

আদা মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে খুবই কার্যকরী। এটি প্রদাহ কমাতে এবং রক্তনালী ভাল রাখতে সাহায্য করে। মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলে এক টুকরো আদা চিবিয়ে খান অথবা আদা দেওয়া চা পান করুন। এটি দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে।